এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

SREMON JEWELLERS
সোনার কেনাকাটায় এবার আরও বড় সাশ্রয়!
মাত্র ৮% মেকিং চার্জ
সীমিত সময়ের বিশেষ সুযোগ
7439287442

৩ এসআইআর ট্রাইব্যুনাল থেকে সরে দাঁড়ালেন প্রাক্তন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু
অভিষেক ব্যানার্জিকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া উচিত: অর্জুন সিং ৩

কলকাতা ৮ নভেম্বর ২০২৬ ২১ কার্তিক ১৪৩৩ রবিবার বিংশ বর্ষ ১৪৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 08.11.2026, Vol. 20 Issue No. 146, 8 Pages, Price 3.00



দেশবাসীকে দীপাবলির শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

জয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর: দীপাবলি উপলক্ষে শনিবার দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সকলের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-সহ বিভিন্ন মাধ্যমে একটি ভিডিয়ো বার্তা দেন। প্রধানমন্ত্রীকে প্রথাগত পোশাকে, কপালে তিলক পরা অবস্থায় দেখা যায়। সেখানে আলোর উৎসব দীপাবলিকে অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর চিরন্তন জয়ের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেন তিনি।

এদিন প্রধানমন্ত্রী জানান, প্রতি বছরের মতো এবারও ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন করবেন তিনি। দেশের জওয়ানদের মধ্যে গিয়ে উৎসব কাটানো তাঁর রুটিনে পরিণত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন মোদী। এ বছরও সেই ঐতিহ্য বজায় থাকবে বলে জানান তিনি। তবে কোথায় গিয়ে জওয়ানদের সঙ্গে উৎসব কাটাবেন, সেই স্থান সম্পর্কে কিছু জানাননি প্রধানমন্ত্রী।

এরপর দেশবাসীর উদ্দেশে বার্তা দিতে গিয়ে ৫০ সেকেন্ডের ওই ভিডিয়োয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, দীপাবলির আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে গোটা দেশ। তাঁর কথায়, 'আলোর এই উৎসব অন্ধকারের বিরুদ্ধে আমাদের সংকল্পের প্রতিফলন।' দেশবাসীকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি প্রার্থনা করেন, আগামী দিনগুলি যেন প্রতিটি পরিবারের জীবনে আনন্দ ও সম্প্রীতি নিয়ে আসে।

ভিডিয়ো বার্তার পাশাপাশি সরকারের জনসম্পর্ক পোর্টাল এবং ইমেলের মাধ্যমেও দেশবাসীর উদ্দেশে লিখিত শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। 'প্রিয় দেশবাসী' সম্বোধন করে তিনি লিখেছেন, দীপাবলি হল 'অন্ধকারের উপর আলোর, অশুভের উপর শুভর এবং হতাশার উপর আশার চিরন্তন জয়ের উৎসব'। দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি নতুন উদ্যমে সমৃদ্ধ ও বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে কাজ করার বার্তাও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখ্য, এ বছর ৮ নভেম্বর দীপাবলির পাশাপাশি লদীপুজোও পালিত হবে।

সব জেলায় ইসকনের মিড ডে মিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সব জেলায় ধাপে ধাপে পিএম পোষণ প্রকল্পে স্কুলের মধ্যাহ্নভোজ সরবরাহের জন্য ইসকনের আরেক সহযোগী সংস্থা অন্নামৃত ফাউন্ডেশন-কে অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য সরকার। স্কুল শিক্ষা দপ্তরের অধীন পিএম পোষণ প্রকল্পের রাজ্য প্রকল্প পরিচালকের জারি করা নির্দেশিকায় শনিবার জেলাশাসক, শিলিগুড়ির মহকুমাশাসক এবং জিটিএ-র শিক্ষা দপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রাজ্যের সমস্ত জেলায় পর্যায়ক্রমে পিএম পোষণ প্রকল্পে স্কুলের খাবার সরবরাহ করবে অন্নামৃত ফাউন্ডেশন। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার স্কুলগুলির অবস্থান, ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা-সহ প্রয়োজনীয় তথ্য ফাউন্ডেশনকে দেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসনকে বলা হয়েছে।



শনিবার কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজার থেকে ৩০৯ জন নবনিযুক্ত সাব-ইন্সপেক্টরের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

অভিষেকের জন্মদিন ঘিরে উত্তপ্ত কালীঘাট



নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার মাঝরাতে হঠাৎ রণক্ষেত্রের রূপ নিল কালীঘাট। ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনের আবহেই তাঁর বাসভবনের সামনে চলল দফায় দফায় বচসা, ধস্তাধস্তি, ইট ছোড়াছুড়ি এবং সশ্রদ্ধ মুখোমুখি খণ্ডযুদ্ধ। অভিযোগ, পেরেক-বসানো লাঠি নিয়ে হামলা প্রসূত এই হিংসায় রক্তাক্ত হয়েছেন তৃণমূলের একাধিক কর্মী-সমর্থক। ভাঙচুর চালানো হয় স্থানীয় তৃণমূল কার্যালয়েও। উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে শেষ পর্যন্ত লাঠিচার্জ করতে হয়। ঘটনার প্রতিবাদে মাঝরাতেই নিজের বাড়ির সামনে রাস্তায় ধরনায় বসেন স্বয়ং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, শনিবার, ৭ নভেম্বর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনের উদযাপনে শুক্রবার রাত ১২টার পর থেকেই কালীঘাটের বাসভবনের সামনে ভিড় জমিয়েছিলেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা। রাত আনুমানিক ২টো নাগাদ এলাকায় আচমকাই বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একটি দল উপস্থিত হয়ে তীব্র স্বরে 'চোর চোর' স্লোগান দিতে শুরু করে। অভিষেকের জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে টাঙানো ব্যানার, ফ্লেক্স ও কাটআউট ছিঁড়ে ফেলা হয় বলে তৃণমূলের তরফে অভিযোগ। তৃণমূল সমর্থকরা বাধা দিতে গেলেই শুরু হয় তীব্র বাদানুবাদ। মুহূর্তের মধ্যে তা ইট-পাথর ও লাঠিসোটা নিয়ে মারামারির রূপ নেয়। অভিযোগ, আক্রমণকারীরা নিকটস্থ তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ঢুকেও বেপরোয়া ভাঙচুর চালায়। সংঘর্ষের জেরে দুই পক্ষের বহু কর্মী আহত হলে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। রণক্ষেত্র সামাল দিতে তড়িঘড়ি নামানো হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। উত্তেজনা চরম সীমায় পৌঁছালে পরিস্থিতি সামাল দিতে দু'পক্ষকেই লাঠি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করতে বাধ্য হয় পুলিশ। অভিযোগ উঠেছে, গন্ডগোলের সময় দুষ্কৃতীরা কর্তব্যরত পুলিশের গায়েও হাত তোলে।

ঘটনার পরেই রাত নামতেই বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আহত কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপরই অবস্থান-বিক্ষোভে বসে পড়েন তিনি। পুলিশের সঙ্গেই তাঁর তীব্র তর্ক-বিতর্ক হয়।

অন্যদিকে এই ঘটনার দায় শাসকদলের ওপরেই চাপিয়েছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রের দাবি, তৃণমূলের অন্তঃকলহ এবং পরিকল্পিত প্ররোচনার ফলেই এই উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে উল্টে তৃণমূল সমর্থকদের বিরুদ্ধে তাদের কর্মীদের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ তোলা হয়েছে। এদিকে কালীঘাট থানা সূত্রে খবর, এলাকাটিকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে। ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছে পুলিশ।

'পবিত্র স্থানে কেন মাফিয়াদের নাম?'

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার সকালে মানিকতলায় একটি কালীপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে কালীঘাটের ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কালীঘাটের ঘটনা ও অভিষেকের বক্তব্য নিয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে বলেন, 'কালী মায়ের পবিত্র স্থানে কেন মাফিয়াদের নাম আনছেন? এদের নাম নিয়ে কালীমন্দির ও তার আশপাশের পবিত্র পরিবেশকে অপবিত্র করবেন না।'

এদিকে শুক্রবারর ঘটনার পর পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্বের অন্দরে তীব্র ক্ষোভ দেখা দেয়। তৃণমূলের তরফে অভিযোগ তোলা হয়েছে, ঘটনার সময় পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল এবং সময়মতো পদক্ষেপ করেনি। অন্যদিকে, প্রশাসনের প্রশাসনিক ও আইনি একতিয়ার অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট; মাদক ব্যবসা বন্ধ করা এবং নারী নির্যাতনের ঘটনায় জিরো টলারেন্স নীতি মেনে পুলিশকে স্বাধীনভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে কালীঘাটের এই রাজনৈতিক হিংসা ও পুলিশি ভূমিকা নিয়ে লালবাজারের কর্তারা এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করছেন বলেই সূত্রের খবর। কালীঘাটের মতো হাই-প্রোফাইল নিরাপত্তা বলয়ে কীভাবে এই ধরনের তাণ্ডব চালাল দুষ্কৃতীরা, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে বড়সর প্রশ্নচিহ্ন। এলাকাজুড়ে বসানো হয় বাড়তি পুলিশ পিকেট।

ইস্তফা দাবি তৃণমূল নেত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার রাতের রণক্ষেত্রের পর শনিবার সকালে সাংসদের বাসভবনে পৌঁছন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই চাঁচাছোলা ভাষায় বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানানোর পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। সরাসরি আঙুল তোলেন পুলিশের একাংশের দিকে। প্রকাশ্যেই ইস্তফা দাবি করেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দের। ক্ষোভের সঙ্গে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'ক্ষমতা থাকলে আমার শরীরের ওপর দিয়ে বুলডোজার চালাক!' কালীঘাটের মাটিতে দাঁড়িয়ে কড়া বার্তা দিয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, সুপরিকল্পিতভাবে বহিরাগতদের এনে এবং পুলিশের একাংশের মদতে তৃণমূল সাংসদের বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে।

সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে দীপাবলি মুখ্যমন্ত্রীরও

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রত্যেক বছর দীপাবলির দিনটা সীমান্তে জওয়ানদের সঙ্গেই কাটান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সীমান্তে বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে কাটাতেন। এমনকী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও সেই রীতি বজায় রেখেছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কখনও সেনাবাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে তো আবার কখনও আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন করতে দেখা গিয়েছে নরেন্দ্র মোদীকে। এবার সেই পথেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনিক পদে বসার পর তাঁর প্রথম দীপাবলি সীমান্তরক্ষীদের সঙ্গেই কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।

রাজ্যে পালাবদলের পর একাধিক ক্ষেত্রে বদল এসেছে। কেন্দ্র এবং রাজ্য হাতেহাত মিলিয়ে কাজ করছে। এমনকী সীমান্তে সুরক্ষার ক্ষেত্রেও কোনও খামতি রাখছে না রাজ্যের বিজেপি সরকার। একদিকে কাটাতার দিতে জমি দেওয়া থেকে শুরু করে, সীমান্তেও বিএসএফের সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় আরও মজবুত করতে একাধিক বৈঠক সেরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার লালবাজারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'বিএসএফ এবং পুলিশের মধ্যে সম্পর্ককে মজবুত করতে দিল্লিতে একাধিক বৈঠক করা হয়েছে।'

৩০৯ এসআইকে নিয়োগপত্র মুখ্যমন্ত্রীর

আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশকে 'ফ্রি হ্যান্ড'

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজার থেকে ৩০৯ জন নবনিযুক্ত সাব-ইন্সপেক্টরের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবারের অনুষ্ঠানে নতুন পুলিশকর্মীদের দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, নারী নিরাপত্তা এবং মাদকবিরোধী অভিযানে পুলিশকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার বার্তাও দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, মহালয়ার পরের দিন নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে প্রায় ১১ হাজার পুলিশ কনস্টেবলের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে তিন হাজারেরও বেশি ছিলেন মহিলা। সম্প্রতি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে দেড়শোরও বেশি সমবায় পরিদর্শকের নিয়োগের পর এ দিন কলকাতা পুলিশের ৩০৯ জন এসআই-কে নিয়োগপত্র দেওয়া হল। তাঁদের মধ্যে ৩০৩ জন সমস্ত যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সরাসরি পুলিশ বাহিনীতে যোগ দিচ্ছেন।

নবনিযুক্ত পুলিশকর্মীদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নেশা কারবার, বেআইনি কার্যকলাপ এবং



নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কোনও রকম আপস করা হবে না। এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পুলিশকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোনও চাপ এলে সরকার তাঁদের পাশে থাকবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালনকালে পুলিশকর্মীদের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করার কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে তিনি দাবি করেন, গত ছয় মাসে রাজ্য সরকার পুলিশের পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ, কর্মীদের আর্থিক নিরাপত্তা এবং প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে। গুজরাতের রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অসমের বিশেষ পুলিশ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে বলেও জানান তিনি।

পুলিশে নিয়োগের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় গড়ে ১৫৫ জন পুলিশকর্মী থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে সেই সংখ্যা ১০৫। বর্তমানে প্রায় ৪৬ হাজার অনুমোদিত পদ শূন্য রয়েছে। ধাপে ধাপে সেই সব পদ পূরণ করা হবে। তাঁর ঘোষণা, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ৬ হাজার ৩৪৫ জন মহিলা পুলিশকর্মী এবং কলকাতা পুলিশের জন্য আরও ৪ হাজার কনস্টেবল নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

বিগত সরকারের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, অতীতে পুলিশকর্মীরা প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও আর্থিক নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বর্তমান সরকার সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন করেছে। নবনিযুক্ত এসআইদের সততা, শৃঙ্খলা এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতা মেনে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, রাষ্ট্রের স্বার্থকে সর্বাগ্রে রেখে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসরণ করেই কাজ করতে হবে।



হাওড়া ও কলকাতায় বিষ-বাতাস, তবে কি রাজধানীর পথে বাংলা?

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীপুজোর আগেই রাজ্যজুড়ে বায়ুদূষণের আতঙ্ক। আলোর উৎসবের আনন্দের মাঝে বাতাসে ছড়াচ্ছে বিষাক্ত রাসায়নিকের ধোঁয়া। শহরের আকাশে বাজি ফাটানোর আওয়াজ ও ধোঁয়া তীব্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হু-হু করে বাড়ছে বায়ুদূষণের মাত্রা। সুপ্রিম কোর্ট ও রাজ্য প্রশাসনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। ইতিমধ্যেই কলকাতার বাতাস ও বাতাস সংলগ্ন অঞ্চলগুলোর বাতাসের মান পৌঁছে গিয়েছে উদ্বেগজনক 'লাল' দাগে। সাধারণ মানুষের মনে এখন একটাই প্রশ্ন, এবার জাতীয় রাজধানী দিল্লির মতো পশ্চিমবঙ্গও আস্ত এক 'গ্যাস চেম্বারে' পরিণত হতে চলেছে কি না।



কালীপুজো ও দীপাবলিতে বায়ুদূষণ এবং শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে ইতিমধ্যেই কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য সরকার। পরিবেশ আদালতের নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সময়সীমা অর্থাৎ রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত বাজি ফাটানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বাজি বিক্রি ও বাজারে সবুজ বাজি সুনিশ্চিত করতে একাধিক নিয়ম-শর্তও বেঁধে দিয়েছিল প্রশাসন। কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। দীপাবলির আগেই বাংলার বাতাসে অনিয়ন্ত্রিত বাজির ধোঁয়ায় মিশল মারাত্মক বিষ। সহনমাত্রা পার করে বাতাসের অতি সূদ ধূলিকণা পিএম ২.৫-এর মাত্রা বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছেছে।

পরিবেশ দপ্তরের সমীক্ষা অনুযায়ী, হাওড়ার ঘুসুরিতে বাতাসে পিএম ২.৫-এর সর্বোচ্চ মাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৯৭। যা সাধারণ সহ্যমাত্রার থেকে বহুগুণ বেশি। পিছিয়ে নেই তিলোত্তমাই। যাদবপুরের বাতাসে পিএম ২.৫ এর সর্বোচ্চ মাত্রা ছুঁয়েছে ৩১৫। অন্যদিকে সল্টলেকের মতো অভিজাত ও অপেক্ষাকৃত সবুজ এলাকাতেও বাতাসের মান আশঙ্কাজনক; সেখানে পিএম;২.৫ এর মাত্রা পৌঁছয় ৩০৬-এ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় বায়ুদূষণের মাত্রা আরও কয়েক গুণ বাড়ার তীব্র আশঙ্কা রয়েছে। কারণ কালীপুজো ও দীপাবলির মূল দু'দিন দেদার বাজি পোড়ানো হবে। উৎসবের সূচনাতেই যদি দূষিত কণার মাত্রা ৩০০-এর ঘর টপকে যায়, তবে উৎসবের মূল দিনে তা ৪০০-এর গণ্ডি পার করা মোটেই অসম্ভব নয়। আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, শীতের প্রাক্কালে বাতাসের আর্দ্রতা ও জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়লে ক্ষতিকর ধূলিকণাগুলো বায়ুমণ্ডলে আটকে পড়ে, ফলে দূষণ মারাত্মক আকার নেয়।

উল্লেখ্য, প্রতি বছরের মতো এবারও রাজধানী দিল্লিতে দীপাবলির আগেই দূষণ চরম রূপ ধারণ করেছে। বাতাসের গুণমান সূচক ৫২৫ ছাড়িয়ে যাওয়ায় ইতিমধ্যেই সেখানে জরুরি ভিত্তিতে 'গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান-৩' কার্যকর করা হয়েছে। তিলোত্তমাও যদি এখন থেকেই সতর্ক না হয়, তবে দিল্লির এই ভয়াবহ পরিণতি বাংলাতেও নেমে আসবে বলে সতর্ক করছেন পরিবেশবিদরা।

আর এই দূষণ বৃদ্ধির প্রধান কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, শীতের শুরুতে বায়ুর গতি হ্রাস পায়। ফলে বাতাসে তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় ধূলিকণা বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে যেতে না পেরে মাটির কাছাকাছি জমা হচ্ছে। এর সঙ্গে রয়েছে, রাত ৮টা থেকে ১০টার সময়সীমা উপেক্ষা করে দেদার নিষিদ্ধ ও অনিয়ন্ত্রিত বাজি পোড়ানো। শুধু তাই নয়, নির্মাণকাজের ধুলো এবং পুরনো যানবাহনের বিষাক্ত ধোঁয়া কুয়াশার সঙ্গে মিশে তৈরি করছে ঘন ধোঁয়াশা।

ভারতীয় স্পোর্টিং ক্লাবের ৫২তম কালীপুজোর উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

মধু সিং

বড়বাজারের ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় স্পোর্টিং ক্লাবের ৫২তম কালীপুজোর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই উপলক্ষে ক্লাবের পক্ষ থেকে করা চোখধাঁধানো সাজসজ্জা ও বর্ণাঢ্য আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়েই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করেন শুভেন্দু। পাশাপাশি ছটপুজোর প্রস্তুতি নিয়ে আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি চৌরঙ্গির উন্নয়নের দায়িত্ব বিজেপি নেতা সন্তোষ পাঠকের হাতে থাকবে বলেও জানান তিনি।



অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তাপস রায়, মীনা দেবী পুরোহিত, বিধায়ক বিজয় ওঝা এবং ভারতীয় স্পোর্টিং ক্লাবের কনভেনর তথা বিজেপি নেতা সন্তোষ পাঠক-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

কালীপুজোর বর্ণাঢ্য আয়োজনের প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ভারতীয় স্পোর্টিং ক্লাবের ৫২তম কালীপুজো উপলক্ষে করা আকর্ষণীয় সাজসজ্জা ও বর্ণাঢ্য আয়োজনের প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানগুলির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সনাতন সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় পরম্পরা রক্ষার উপরও জোর দেন তিনি। অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে কড়া আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রী। মা কালীর প্রতিমাকে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়েছিল বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, এমন লোকের নামও নেবেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সনাতনবিরোধী হওয়ার অভিযোগও তোলেন শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য ঘিরে অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। ছটপুজোর প্রস্তুতি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, দীপাবলির পর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ছট মহাপর্ব উপলক্ষে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ছটব্রতীদের সুবিধা এবং নির্বিঘ্নে পুজো সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর এই আশ্বাসে ছটপুজোর আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে নতুন করে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। অনুষ্ঠানে চৌরঙ্গি এলাকার উন্নয়নের বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্ব পায়। বিজেপি নেতা তথা ভারতীয় স্পোর্টিং ক্লাবের কনভেনর সন্তোষ পাঠকের উপর আস্থা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন শক্তিপীঠে ধুমধাম করে কালীপুজো

শক্তিপুজোর অনুমতি নিতে হয় মা বর্গভীমার কাছেই

নিজস্ব প্রতিবেদন, তমলুক: শহরে শক্তিপুজোর প্রচলন থাকলেও তমলুকে আজও সমস্ত শক্তিপুজোর সূচনা হয় দেবী বর্গভীমার অনুমতি নিয়ে। প্রায় পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন শক্তিপীঠ হিসেবে পরিচিত তমলুকের এই মন্দিরে কালীপুজো উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন করা হয়। কালীপুজোর দিন রাজবেশে সাজানো হয় দেবীকে। পুজোকে কেন্দ্র করে মন্দিরে ভক্তদের ব্যাপক সমাগম হয়।



তমলুকের আরাধ্য দেবী মা বর্গভীমা। পুরাণ অনুসারে, দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের পর বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে খণ্ডিত হয়ে তাঁর বাম পায়ের গোড়ালি এই স্থানে পড়েছিল। সেই কারণে এটি একান্ন পীঠের অন্যতম বলে পরিচিত। দেবী এখানে আদ্যাশক্তি মহামায়া রূপে পূজিতা। মতান্তরে তিনি ভীমরূপা বা ভৈরব কপালী নামেও পরিচিত।

জনশ্রুতি অনুযায়ী, ময়ূরবংশীয় রাজা তাম্রধ্বজ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এক দরিদ্র ধীবরপত্নীর মাধ্যমে জ্যান্ত শোল মাছের রহস্য জানতে গিয়ে রাজা জঙ্গলের মধ্যে দেবীর উগ্রতারা রূপের সন্ধান পান। এরপরই সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কালীপুজোর দিন নানা ব্যঞ্জনের অন্নভোগের পাশাপাশি দেবীকে শোল মাছের ঝোল নিবেদন করা হয়। ভক্তরা মনোবাঞ্ছা পূরণের আশায় তাল, ওল, কচু ও শোল মাছ নিয়ে মন্দিরে আসেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বহু মানুষের সমাগম ঘটে এই প্রাচীন শক্তিপীঠে।

সরকার পরিবর্তনের মূল কান্ডারি মাতৃশক্তি: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সরকার পরিবর্তনের মূল কাণ্ডারি মাতৃশক্তি। শনিবার রাতে কাঁকিনাড়ার নারায়ণপুর ক্লাইমেক্স ক্লাবের শ্যামা পুজোর উদ্বোধন করে এমনটাই বললেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমদপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। মন্ত্রী বলেন, সমাজে শক্তি মায়ের আগমন হয়েছে। এবার অসুর শক্তি নাশ হবে। মন্ত্রীর কথায়, সমাজে যখন অসুরের সংখ্যা বাড়ে, তখনই মাতৃশক্তির আগমন হয়। মন্ত্রীর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনের মূল কাণ্ডারি মাতৃশক্তি। মন্ত্রীর সংযোজন, আগে এখানে অসুর শক্তি ছিল। কিন্তু মায়ের আশীর্বাদে সেই অসুর শক্তি এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পুজো কমিটির সভাপতি তরুণ ভট্টাচার্য এবং দুই সম্পাদক যথাক্রমে বিষ্ণু দাস ও শুভজিৎ ঘোষ। এদিন পানপুর বালক বৃন্দের পুজোরও উদ্বোধন করেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। উক্ত পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পুজো কমিটির সম্পাদক সুকমল ঘোষ এবং সহ-সভাপতি গৌরাঙ্গ সরকার প্রমুখ।



এবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলার ফোকাস 'পশ্চিমবঙ্গ'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজধানীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলায় এবার বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। আগামী ১৩ থেকে ২৭ নভেম্বর নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত হতে চলা ৪৫তম ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার (আইআইটিএফ)-এ 'ফোকাস স্টেট' হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। সেই উপলক্ষে রাজ্যের শিল্প, বিনিয়োগ, পর্যটন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে দেশ-বিদেশের দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরতে জোর প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজ্য সরকার।



সরকারি সূত্রের খবর, ৭৫০ বর্গমিটার আয়তনের বিশেষ প্যাভিলিয়নে নতুন বাংলার উন্নয়ন, শিল্পায়ন, পরিকাঠামো, পর্যটন এবং ঐতিহ্যের সমন্বিত চিত্র তুলে ধরা হবে। প্যাভিলিয়নের নকশা ও উপস্থাপনা নিয়ে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির মধ্যে একাধিক বৈঠক হয়েছে। এ জন্য টেন্ডারও ডাকা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, প্যাভিলিয়নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবির পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাটআউট থাকবে। পাশাপাশি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সহ বাংলার বিশিষ্ট মনীষীদেরও তুলে ধরা হবে। বিশেষ গুরুত্ব পাবে মেদিনীপুরের হস্তশিল্প, লোকশিল্প এবং স্থানীয় শিল্পোদ্যোগ। মেলার মূল প্রতিপাদ্য 'বিকাশ অউর বিরাসত'। সেই ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলার অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমন্বিত রূপ তুলে ধরার পরিকল্পনা করা হয়েছে। শিল্প, কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি, পর্যটন, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোগের সাফল্যও প্যাভিলিয়নে স্থান পেতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে ইঙ্গিত। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, 'ফোকাস স্টেট' হিসেবে অংশ নিতে ৭৫০ বর্গমিটার জায়গার জন্য রাজ্য সরকারকে ২৬ লক্ষ টাকা এবং তার সঙ্গে প্রযোজ্য জিএসটি দিতে হবে। প্যাভিলিয়নের নকশা, নির্মাণ ও প্রদর্শনীর খরচ আলাদা। আগামী ২২ নভেম্বর মেলায় পশ্চিমবঙ্গের 'স্টেট ডে' পালিত হবে। ওই অনুষ্ঠানে রাজ্যের বাণিজ্যমন্ত্রী তাপস রায়ের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীও যোগ দিতে পারেন কি না, তা নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা চলছে।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে ১৪ নভেম্বর থেকে শুরু হলেও এবার একদিন এগিয়ে ১৩ নভেম্বর থেকেই শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা। আয়োজক সংস্থা আইটিপিও-র এই মেলায় দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি বিদেশি প্রতিনিধিরাও অংশ নেন। সাধারণ দিনে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রবেশমূল্য ১০০ টাকা, সরকারি ছুটির দিনে ২০০ টাকা। শিশুদের ক্ষেত্রে ছুটির দিনে ১০০ এবং অন্যান্য দিনে ৫০ টাকা ধার্য হয়েছে। প্রবীণ নাগরিক ও বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশমূল্য থাকছে না।

ডিজিটাল জীবন শংসাপত্র জমায় উৎসাহ, প্রথম ছয় দিনেই ৯৬ হাজারের বেশি আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের পেনশনভোগীদের ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও সর্বজনীন করতে রাজ্যজুড়ে বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। গত ১ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই রাজ্যব্যাপী কর্মসূচির প্রথম ছয় দিনেই ৯৬ হাজার ৩৬৩টি ডিজিটাল জীবন শংসাপত্র তৈরি হয়েছে বলে শনিবার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

অর্থ দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই বিশেষ অভিযান চলবে গোটা নভেম্বর মাস জুড়ে। কর্মদিবসগুলিতে রাজ্যের সব পেনশন বিতরণকারী ট্রেজারি এবং ব্যাঙ্ক শাখায় বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে পেনশনভোগীরা সরাসরি উপস্থিত হয়ে অথবা বাড়ি থেকেই ডিজিটাল জীবন শংসাপত্র জমা দিতে পারবেন। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ট্রেজারি ও ব্যাঙ্কগুলিতে বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছে, যাতে পেনশনভোগীরা সহজেই ডিএলসি জমা দিতে পারেন। প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নথিভুক্ত মোবাইল নম্বরে এসএমএস পাঠানো হচ্ছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ব্যানারও লাগানো হয়েছে।

অতিপ্রবীণ, শারীরিকভাবে অসুস্থ এবং বিশেষভাবে সক্ষম পেনশনভোগীদের জন্য নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। প্রয়োজন হলে ট্রেজারি দপ্তরের কর্মীরা তাঁদের বাড়িতে গিয়ে ডিজিটাল জীবন শংসাপত্র জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। রাজ্যের বিভিন্ন পেনশনভোগী কল্যাণ সমিতিও এই অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে। পেনশনভোগীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রতি আস্থা গড়ে তুলতে তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার। এছাড়া, আধার বা ডিজিটাল জীবন শংসা পত্র সংক্রান্ত কোনও সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত সমাধানের জন্য ইউআইডিএআই-এর সঙ্গে সমন্বয় রেখে অভিযোগ নিষ্পত্তি কেন্দ্রও চালু রাখা হয়েছে। সরকারের দাবি, পেনশনভোগীদের ইতিবাচক সাড়া এই কর্মসূচিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহ জোগাচ্ছে।

তারাপীঠের মহাশ্মশান এবছর ফুটে উঠবে কলকাতা পূর্ব পুঁটিয়ারির যুব সম্মিলনী ক্লাবে, থিম 'ভক্তি'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বীরভূম জেলার সেই পবিত্র পীঠ তারাপীঠ, যেখানে সতীর ত্রিনয়ন পড়েছিল। আর তারাপীঠের নাম উঠলেই সবার মনে পড়ে মা তারার পরম ভক্ত সাধক বামাক্ষ্যাপার কথা। প্রচলিত কথা আছে, বামাক্ষ্যাপা অভুক্ত থাকলে নাকি মা তারাও অভুক্ত থাকেন! আর সেই কারণেই এখানে সিদ্ধপিঠে ভগবানের আগে ভোগ দেওয়া হয় ভক্তের কাছে। আর এই সিদ্ধপীঠে জীবনের একটা দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিলেন সাধক বামাক্ষ্যাপা। এই তারাপীঠের মহাশ্মশানই ছিল তাঁর যোগ সাধনার স্থান। আর মায়ের এই সাধককে কেন্দ্র করেই এবারের থিম সাজিয়েছে কলকাতা পূর্ব পুঁটিয়ারির যুব সম্মিলনী ক্লাব।



চলতি বছরে ৫৪তম বর্ষে পা রেখেছে দক্ষিণ কলকাতার এই পুজো। প্রতিবারের চেনা ছক ভেঙে এবার তাদের চমকপ্রদ থিম; 'ভক্তি'। তারাপীঠের মহাশ্মশান, মা তারা আর বামাক্ষ্যাপার অলৌকিক ঘটনার চাদরে মুড়ে উঠছে এবারের মণ্ডপ। এবারের পুজোয় ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে সেই মুহূর্ত, যেখানে কঠোর তপস্যার পর মা তারার দেখা পেয়েছিলেন বামাক্ষ্যাপা। শুধু দর্শন লাভই নয়, মা এবং ভক্ত একে অপরকে নিজের হাতে খাইয়ে দিচ্ছেন, এমনই দুর্লভ ও অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী থাকবেন দর্শনার্থীরা। এর সঙ্গে মণ্ডপ চত্বরে থাকছে অভিনব লাইভ শো-এর আয়োজন।

মহাশ্মশানের আসল পরিবেশ মণ্ডপে তুলে ধরতে কোনো ত্রুটি রাখছেন না শিল্পীরা। কাঠের চুল্লিতে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন, কোথাও পুড়তে দেখা যাবে মরদেহ, আবার কোথাও তা আধপোড়া অবস্থায় রয়েছে; শ্মশানের এই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ জীবন্ত হয়ে উঠবে চোখের সামনে। এছাড়া, পারিবারিক মঙ্গলের কামনায় বা দোষ কাটাতে ভক্তরা যেভাবে শ্মশানে এসে পুজো-পাঠ করেন, সেই আবহও ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে নিখুঁত দক্ষতায়। যে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে বামাক্ষ্যাপা মা তারার দর্শন পেয়েছিলেন, হুবহু তার আদলেই তৈরি হচ্ছে এখানকার বিশেষ আসনটি। মণ্ডপ রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছেন অনির্বাণ মল্লিক, বাবাই সাঁপুই এবং সুবল সমাদ্দার। তাঁদের নিপুণ কল্পনা ও শৈল্পিক রূপদানেই মণ্ডপ চত্বরে নামছে তারাপীঠের ছায়া।

এ বিষয়ে ক্লাবের অন্যতম সদস্য শুভঙ্কর বিশ্বাস জানান, 'বিগত বছরগুলিতে আমাদের এই পুজো মণ্ডপ ভূতের বিভিন্ন রূপ এবং ভুতুড়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে তৈরি করেছিলাম। কিন্তু এই বছর বেশ কিছুটা বদল এনে তারাপীঠ মহাশ্মশান এবং তাকে নিয়ে গড়ে ওঠা বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা, তার সঙ্গে বামাক্ষ্যাপার চরিত্রকে আমরা দর্শকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।' প্রতিবারের মতো ৫৪তম বর্ষেও দর্শনার্থীদের ঢল নামবে এবং প্যান্ডেল হপিংয়ের তালিকায় এই থিম যে সেরা চমক হতে চলেছে, সে বিষয়ে একপ্রকার আত্মবিশ্বাসী যুব সম্মিলনী ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

দীপাবলিতে ঘরে ফেরার আবেগে ভিভোর নতুন প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীপাবলির উৎসবে ঘরে ফেরার আনন্দকে সামনে রেখে নতুন প্রচার অভিযান শুরু করল ভিভো ইন্ডিয়া। 'জয় অফ হোম কামিং' শীর্ষক এই প্রচারচিত্র তৈরি হয়েছে ডেন্টসু ক্রিয়েটিভ-ওয়েবচাটনির সহযোগিতায়। ছবিতে দেখা যায়, বাড়ি থেকে দূরে থাকা এক যুবক মায়ের সঙ্গে দীপাবলির বিশেষ রীতির স্মৃতি মনে করে ফিরে আসে বাড়িতে। ভিভোর 'লিভ দ্য জয়' দর্শনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এই প্রচারে পারিবারিক ঐতিহ্য, পুরনো স্মৃতি এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে উৎসব উদযাপনের আবেগ তুলে ধরা হয়েছে।

বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও প্রকল্পে বরাদ্দ ছাড়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ শিথিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও প্রকল্পে বরাদ্দ ছাড়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল করল রাজ্য সরকার। বেতন, মজুরি, বৃত্তি, প্রশাসনিক ব্যয় এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে বার্ষিক বাজেটের নির্দিষ্ট অংশ পর্যন্ত বরাদ্দ ছাড়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্যের অর্থ দপ্তর।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রশাসনিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে বেতন, মজুরি ও বেতন অনুদানের জন্য বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত টাকা ছাড়া যাবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের বৃত্তি ও স্টাইপেন্ড খাতেও একই সুবিধা মিলবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার নির্দিষ্ট খাত বাদ দিয়ে অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যয়েও ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ ছাড়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প, তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক, শিল্প, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, পরিবহণ ও পূর্ত দপ্তরের অধীন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মীদের বেতন ও মজুরি মেটাতেও ঋণ ও অগ্রিম খাত থেকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত টাকা ছাড়া যাবে। তবে প্রতি মাসে প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ তোলা যাবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 21/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 17644 নং এফিডেভিড বলে আমি, Prasen Mondal, S/o. Late Kshetu Mondal, সাকিম চাকলুই, গজিনা দাসপুর, পাভুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Piu Mondal) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 396, dated 14.11.2021,) কন্যার পিতার সঠিক নাম Prasen Mondal-এর পরিবর্তে Prasenjit Mondal লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Prasen Mondal লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি/ কন্যার পিতা Prasen Mondal ও Prasenjit Mondal ও Prasen Mandal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

AFFIDAVIT

I, **TRISHA KUMARI** D/O Rangila Ram residing at 97/K, Mahesh Jannagar Road, P.O.- Prabasnagar, P.S.- Serampore, Dist.- Hooghly, PIN- 712249 do hereby declare vide affidavit no. 21450 dated 14.10.2026 in the Court of Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Serampore that my actual and correct name is TRISHA KUMARI and it is recorded in my educational documents but in my birth certificate vide no. Regn. No. 1420/2005, date of registration 30.09.2005 issued by Rishra Municipality, my name has been mistakenly recorded as ISHA KUMARI and this name has been recorded in my Aadhaar Card too. TRISHA KUMARI and ISHA KUMARI i.e. myself am the same and one identical person.

লিগাল বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী কল্পনা কাপুর, স্বামী যোগেন্দ্র কাপুর, শ্রীমতী রুপা কাপুর, স্বামী রাজেন্দ্র কাপুর, শ্রীমতী রীতা কাপুর, স্বামী মহেন্দ্র কাপুর, FD-8/11, বিদ্যাসাগরপল্লী প্লটটির মালিক। পাওয়ারের বলে, Deed No. dt 24/12/91, 395, B/ Nagar ও পারিবারিক বন্দোবস্ত পত্র নং I 1729, খরিদসুত্রে মালিকানা Deed No. 2485 dt 10/3/92 dt 4/3/88 মালিক হই। এমতাবস্থায় জানানো যাইতেছে যে ওনারা নিজ নাম বরাবর জমির রেকর্ড করতে চলেছেন (পর্চা) ইহাতে কাহারো কোনরুপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে অন্যথায় কোন দাবি/ আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।
সুব্রত দে, অ্যাডভোকেট, AE-23, গণপতি অ্যাপার্টমেন্ট, কেষ্টপুর, রবীন্দ্রপল্লী, কোলকাতা-৭০০১০১, মোবাইল: ৯৮৭৪১৩৩৪০৩/৯৩৩১০২১৫০৫

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যায় যে, আমার মক্কেল **তন্ময় ভুঁইয়া ও চিন্ময় ভুঁইয়া**, উভয় এর পিতা-গণপতি ভুঁইয়া, সাং- রাজাডালী, পোঃ- পুঁইছড়া, থানা-গোয়ালতোড়, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, গত ইং-০৭.১১.২০২৫ তাং Additional District Sub Registrar, Garhbeta অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত **I-5806/ 2025** নং দলিলে মৌজা- নয়াবনকাটি, জে.এল নং-১৯৩, এল.আর খতিয়ান ৭৮, এল.আর ৩৩ দাগে ১০ শতক জমি, আমমোক্তার **তড়িৎবরণ মুখার্জী**, পিতা-মানিক রতন মুখার্জী, এর নিকট হইতে খরিদ করেন, উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলের সম্পত্তিটি **নীরদ বরণ মুখোপাধ্যায় ওরফে নীরদ বরণ মুখার্জী** এর স্বত্বীয় দখলিসম্পত্তি ছিল, উনি পরলোক গমন করিলে তাহার একমাত্র ওয়ারিশ পত্নী **চম্পা মুখার্জী** সম্পত্তির মালিক হন, এবং **তড়িৎবরণ মুখার্জীকে** আমমোক্তার হিসেবে নিযুক্ত করেন। গত ইং ২৬.১২.২০২৩ তাং Additional District Sub Registrar, Garhbeta অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত Book No -I, **দলিল নং I-6416/2023** রূপে লিপিবদ্ধ আছে। আমার উক্ত মক্কেল বি.এল এন্ড এল.আর.ও গড়বেতা-২ অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন, তাহাতে যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তাহা হইলে অদ্য হইতে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য করা হইবে। **চিরঞ্জীব ব্যানার্জী (এ্যাডভোকেট) জাজেস কোর্ট, পশ্চিম মেদিনীপুর।**

আম

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৮ নভেম্বর ২০২৬, ২১ কার্তিক ১৪৩৩, রবিবার



লেক কালীবাড়ির প্রতিমা।



দমদম পার্ক যুবক সংঘের কালীপুজোয় সামিল হলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।



ধর্মতলা শহিদ মিনার গ্রাউন্ডে জমে উঠেছে বাজি বাজার। ছবি: অদিতি সাহা

এসআইআর ট্রাইব্যুনাল থেকে সরে দাঁড়ালেন প্রাক্তন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শীর্ষ আদালতের নির্দেশে গঠিত এসআইআর ট্রাইব্যুনালে কার্যত নজিরবিহীন সংকট। বাদ পড়া ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্তি ও শুনানির জন্য কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের নিয়ে যে ১৯টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গড়া হয়েছিল, সেখান থেকে একে একে সরে দাঁড়াচ্ছেন বিচারপতিরা। মাত্র এক মাসের ব্যবধানে পদত্যাগ করলেন চার-চারজন প্রাক্তন বিচারপতি। সর্বশেষ সংযোজন প্রাক্তন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। শনিবার ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি পাঠিয়ে নিজের ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি।

এর আগে ট্রাইব্যুনাল ছেড়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম, প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জিৎ কুমার বাগ এবং প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হল, মুর্শিদাবাদ জেলার দায়িত্বে থাকা দুই প্রাক্তন বিচারপতিই বিশ্বজিৎ বসু ও ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায় পরপর পদত্যাগ করলেন। ফলে ওই জেলার লক্ষ লক্ষ বাদ পড়া ভোটারের নাম তোলার আইনি প্রক্রিয়া ও আবেদন নিষ্পত্তি এখন পুরোপুরি অনিশ্চয়তার মুখে।

সূত্রের খবর, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গঠিত এই ট্রাইব্যুনালে মোট ১৯ জন অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কাজের বাস্তব রূপরেখা ও বিপুল চাপ নিয়ে প্রথম থেকেই ক্ষোভ তৈরি হচ্ছিল। কিছুদিন আগেই পদত্যাগী বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায় স্পষ্ট জানান, ২-৩ মাসের একটি সীমিত প্রক্রিয়ার কথা ভেবেই তিনি এই দায়িত্বে সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কাজে যোগ দেওয়ার পর দেখা যায়, বকেয়া মামলার পাহাড় জমে রয়েছে। পাশাপাশি, প্রতিদিন ২২ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ট্রাইব্যুনালে হাজিরা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না।

অন্যদিকে, পদত্যাগের আগে একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ট্রাইব্যুনালের মূল সমস্যাটি প্রকাশ্যে এনেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'এত লক্ষ লক্ষ মামলার নিষ্পত্তি এভাবে করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। পরিকাঠামো আরও উন্নত না করা হলে প্রক্রিয়ায় গতি আনা অসম্ভব।' ট্রাইব্যুনালের অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো এবং মামলার বিপুল চাপই যে এই গণ-ইস্তফার অন্যতম প্রধান কারণ, তা বিচারকদের ক্ষোভের সুরেই পরিষ্কার।

উল্লেখ্য, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জিৎ কুমার বাগ উভয়েই 'ব্যক্তিগত ও পারিবারিক' কারণ দর্শিয়ে পদত্যাগ করেছেন। তবে এক মাসের মধ্যে একে একে চার বিচারপতির এই সরে দাঁড়ানোর ঘটনা ট্রাইব্যুনালের কাজের ভবিষ্যৎ এবং বাদ পড়া ভোটারদের ভাগ্য নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিল।

কালীঘাট-কাণ্ডের সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার মাঝরাতে হঠাৎই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় কালীঘাট। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনের উদযা পন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী দলীয় সমর্থকদের মুখোমুখি সংঘর্ষে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দু'পক্ষের তীব্র বাকবিতণ্ডা মুহূর্তের মধ্যে গড়ায় হাতাহাতি ও মারামারিতে। চলে দেদার ইটবৃষ্টি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। তৃণমূলের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয়েছে এবং অভিষেকের প্রাণনাশের চক্রান্ত করা হয়েছিল। অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বিজেপির পাল্টা সুর, 'অসৎ সঙ্গে সর্বনাশের' ফল ভুগছে শাসকদল।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘটনার সূচনা শুক্রবার রাত সাড়ে বারোটা থেকে দেড়টার মধ্যে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাট রোডের বাসভবনের ঠিক সামনে তাঁর অনুগামীরা প্রিয় নেতার জন্মদিন উদযাপনের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে উপস্থিত কর্মী-সমর্থকেরা উল্লাসে মেতে ওঠেন। ঠিক সেই সময়ই পটুয়াপাড়া এলাকা থেকে বিজেপির কিছু সমর্থক কালীপ্রতিমা নিয়ে যাওয়ার জন্য সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, দু'পক্ষ মুখোমুখি হতেই শুরু হয় তীব্র রাজনৈতিক বচসা।

এই ঘটনায় কালীঘাট তৃণমূলের দাবি, বিজেপি কর্মীরা প্ররোচনামূলক স্লোগান দিতে শুরু করে। তার জবাবে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেন শাসকদলের সমর্থকেরা। 'চোর চোর' এবং উল্টো স্লোগান ঘিরে মুহূর্তের মধ্যে এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বচসা গড়ায় ধাক্কাধাক্কি ও হাতাহাতিতে। দেখতে দেখতে দু'পক্ষই একে অপরকে লক্ষ্য করে ইট ও পাথর ছুড়তে শুরু করে। প্রায় ভোররাত পর্যন্ত দফায় দফায় এই সংঘর্ষ এবং তেড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটতে থাকে। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় রীতমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে কালীঘাট রোড সংলগ্ন এলাকায়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কালীঘাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। কিন্তু দু'পক্ষের চরম উত্তেজনা শান্ত করা সহজ ছিল না। অভিযোগ, পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে পুলিশের ওপরও চড়াও হন কয়েকজন তৃণমূল সমর্থক। গণ্ডগোল থামাতে পুলিশ কিছুটা কড়া অবস্থান নেয় এবং ভোর নাগাদ এলাকা খালি করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে ঘটনাস্থল থেকে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়। শনিবার সকাল থেকেও এলাকা থমথমে। পুনরায় যাতে কোনো অশান্তি না ঘটে, তার জন্য অভিষেকের বাড়ির সামনে এবং পুরো পটুয়াপাড়া চত্বরে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। লালবাজার থেকে আসে বিশেষ



পুলিশ টিম। এলাকায় চলে প্রতিনিয়ত টহল। ঘটনায় কালীঘাট থানায় অভিষেকের প্রতিনিধি তথা কালীঘাট তৃণমূলের তরফ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগপত্রে স্পষ্ট দাবি করা হয়েছে, অভিষেকের ওপর হামলা ও তাঁকে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে প্রাণে মারার চক্রান্ত করা হয়েছিল। একাধিক কর্মী-সমর্থককে মারাত্মকভাবে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগে জানানো হয়। তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের বক্তব্য, রাজনৈতিকভাবে না পেরে বিজেপি এখন হিংসার পথ বেছে নিয়েছে।

যদিও বিজেপির বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ একবাক্যে উড়িয়ে দিয়েছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি কর্মীদের দাবি, রাস্তা আটকে তৃণমূলের সমর্থকেরা হুল্লোড় ও মাতামাতি করছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তায় চলাচলে ব্যাঘাত ঘটায় বাধা দেন। এর সঙ্গে বিজেপির কোনো যোগ নেই। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন শাসকদলকে চরম কটাক্ষ করে বলেন, 'অভিষেক একসময় বলেছিলেন 'খেলা হবে'। এখন আয়নার সামনে দাঁড়ালে ওঁর পেছনে অফসাইডের পতাকা দেখা যাচ্ছে! এই ঘটনার সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ বিজেপির বিন্দুমাত্র কোনো সম্পর্ক নেই। যা ঘটেছে সব ওদের নিজেদের ৭৫ আর ২৫-এর ভাগের অংক। যা দেখতে পাচ্ছেন, তা অতীতের ঔদ্ধত্যের প্রতিধ্বনি ছাড়া কিছু নয়।' পাশাপাশি শমীক ভট্টাচার্যের সংযোজন, 'কারোর জন্মদিনে এই ধরনের বিশৃঙ্খলা তৈরি করে কোনও লাভ হয় বলে আমার মনে হয় না। তবে বাংলায় একটা পুরনো প্রবাদ আছে না, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'! এখন তৃণমূলে ঠিক সেটাই চলছে।'

বিজেপিকে তোপ কুণাল-কল্যাণের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীপুজোর আবহেই শুক্রবার মধ্যরাতে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল কালীঘাট। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে আচমকা চড়াও হয়ে হামলা, ব্যানার-কাটআউট ভাঙচুর এবং 'চোর-চোর' স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই শিবিরের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ বেধে যায়। পুলিশকে পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যাপক লাঠিচার্জ করতে হয়। এই ঘটনার কড়া নিন্দা জানানোর পাশাপাশি তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ স্বীকার করে নিয়েছেন, ক্ষমতা বদলের পর দলেরই একদা 'সুবিধাবাদী' একাংশ বিজেপি-র চাদর গায়ে চড়িয়ে এই হামলা চালিয়েছে।

শনিবার সকালে ঘটনা প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বিস্ফোরক মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'গত বছর পর্যন্ত যারা অভিষেকের জন্মদিনে ওর বাড়ি গিয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকত, মুখ দেখানোর হ্যাংলামি করত, 'দাদা দাদা' বলে ঝাঁপিয়ে ছোঁয়ার চেষ্টা করত, কেক খাইয়ে ছবি পোস্ট করত, উপহার নিয়ে যেত, তার মধ্যে কিছু ধান্দাবাজ, বেইমান, গদ্দার, সুবিধাবাদী, গিরগিটি আজ দলটা ক্ষমতায় নেই বলে অন্য দিকে গিয়ে অভিষেককে গালমন্দ করছে।' পাশাপাশি কুণাল আরও দাবি করেন, ৪ মে ভোটের গণনার দিন পর্যন্ত এই দলবদলুরাই অভিষেককে 'দেবতা' বানিয়ে তৈলাক্ত পোস্ট করত। আজ নিজেদের স্বার্থে তারা অন্য ঠিকানায় দালালি করতে গিয়েছে। তবে আসল ও ত্যাগী তৃণমূল কর্মীরা আজও দলের সঙ্গেই আছেন বলে জানান তিনি।

তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করেন। তিনি বলেন, 'আমি ৪৫ বছর ধরে ভবানীপুরের বাসিন্দা। কংগ্রেসের শেষ দিক থেকে শুরু করে বাম আমল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধায়ক থাকাকালীন সময়টা দেখেছি। কিন্তু কোনো বিধায়কের ছায়াসঙ্গীদের এমন গুন্ডামি ভবানীপুরের মানুষ কখনও দেখেনি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিচু করতে শুভেন্দু অধিকারী কতটা নিচে নামতে পারেন, শুক্রবার রাতের ঘটনাই তার প্রমাণ।'

এদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক মাধ্যমে নিজের বাড়ির বাইরের একটি বিতর্কিত ভিডিও প্রকাশ করে দাবি করেছেন, গত দু'দিন ধরে তাঁর বাড়িতে নজরদারি চালাচ্ছিল বিজেপির দুষ্কৃতীরা। অভিষেকের সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। এই ঘটনায় মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ কটাক্ষের সুরে বলেন, 'মানুষ যখন রাজনৈতিকভাবে হেরে যায়, তখন সহানুভূতি কুড়োতে এই ধরনের ভিত্তিহীন কথা বলে।'

অভিষেক ব্যানার্জিকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া উচিত: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শনিবার জন্মদিনের ভোর রাতে কালীঘাটে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশের সঙ্গেও তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন তিনি। শনিবার সকালে জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিষেককে কড়া ভাষায় আক্রমন করেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। তিনি বলেন, অভিষেকের যেই ওষুধের দরকার, সেই ওষুধ প্রয়োগ করা হচ্ছে না। ওকে সঠিক ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। তাহলেই অভিষেক চোখ রাঙানি ভুলে যাবে। মন্ত্রীর কথায়, প্রচারের আলোয় থাকতে অভিষেক এসব করছে। ধমকানো, চমকানো বন্ধ করতে ওকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়া দরকার। মন্ত্রীর অভিযোগ, ৩২৯ জন দলীয় কর্মী খুন হয়েছেন। কিষেনজির দৌলতে তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছিল। সেই কিষেনজিকে অভিষেক খুন করিয়েছে। মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, ওকে এবার সঠিক জবাব দিতে হবে। অভিষেকের দাওয়াই হিসেবে মন্ত্রীর



প্রেসক্রিপশন, ওকে হোমিওপ্যাথি নয়, অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ দিতে হবে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানাকে হুঁশিয়ারি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে অভিষেক ব্যানার্জির বিরুদ্ধে। এপ্রসঙ্গে মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, যিনি পুলিশ সুপারকে ধমকাচ্ছেন, চমকাচ্ছেন। এবার তাকে পুলিশ সুপারের দেখে নেওয়া উচিত।

বাংলাতেই সরকারি প্রকল্পের সমস্ত তথ্যফলক, নির্দেশ মুখ্যসচিবের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের সরকারি প্রকল্প ও উন্নয়নমূলক কাজের তথ্য এবার থেকে মানুষের কাছে পৌঁছবে বাংলাতেই। সরকারি প্রকল্পের কাজের স্থানে থাকা সমস্ত তথ্যফলক, নির্দেশিকা ও ঘোষণায় বাংলা ভাষা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করল রাজ্য সরকার। মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালের জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, তথ্যের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্রীয় প্রকল্প ও অর্থ কমিশনের অনুদানে হওয়া কাজের ক্ষেত্রেও অনেক সময় শুধুমাত্র ইংরেজিতে তথ্যফলক লাগানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখে সেই প্রবণতা বন্ধ করতেই নতুন নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

এখন থেকে সরকারি প্রকল্পের কাজের বিবরণ, প্রকল্পের নাম, অনুমোদিত ব্যয়, অর্থের উৎস, কাজ শুরু ও শেষের সম্ভাব্য সময়, বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম ও যোগাযোগের তথ্য; সবই বাংলায় লিখতে হবে। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার পার্বত্য এলাকায় এবং গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অধীন এলাকায় এই তথ্য নেপালি ভাষায় থাকবে। প্রয়োজনে বাংলাও যোগ করা যাবে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুযায়ী ইংরেজি বা হিন্দি ব্যবহার বাধ্যতামূলক হলে, তা বাংলা বা নেপালির পাশাপাশি দেওয়া যাবে। তবে প্রধান স্থান দখল করবে বাংলা বা নেপালি ভাষাই। সরকার নির্দেশ



দিয়েছে, যেসব প্রকল্পে এখনও তথ্যফলক লাগানো হয়নি, সেখানে আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নতুন নিয়ম মেনে ফলক বসাতে হবে। ইতিমধ্যে থাকা নিয়মবহির্ভূত ফলকগুলিও একই সময়ের মধ্যে সংশোধন করতে হবে। ভবিষ্যতে রাজ্যের সমস্ত সরকারি প্রকল্পকে একটি জিও-ট্যাগড স্কিম ব্যাঙ্কের আওতায় আনার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি তথ্যফলকে একটি কিউআর কোড যুক্ত করা হবে। কিউআর কোড স্ক্যান করলেই প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়, অর্থের উৎস, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, কাজের অগ্রগতি, সময়সীমা এবং অবস্থান-সহ বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। এই অনলাইন ব্যবস্থা গড়ে তুলবে অর্থ দপ্তর, তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স দপ্তরের সহযোগিতায়। মহকুমা শাসক, বিডিও, পুরসভা ও অন্যান্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাধ্যমে নিয়ম মেনে কাজ হচ্ছে কি না, তা মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন করে নিশ্চিত করতে হবে। জেলা শাসকদের এই নির্দেশ কার্যকর করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানদেরও অধীনস্থ সংস্থা ও বাস্তবায়নকারী এজেন্সিগুলির ক্ষেত্রে নির্দেশ পালন নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। নির্দেশিকা অমান্য করা হলে তা গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হবে বলেও জানানো হয়েছে।

অভিষেকের রক্ষাকবচ খারিজের আর্জি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতা হাইকোর্টের দেওয়া রক্ষাকবচের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দেশের শীর্ষ আদালতে পৌঁছল রাজ্য সরকার। হাইকোর্টের নির্দেশ খারিজের আর্জি জানিয়ে শনিবার সুপ্রিম কোর্টে বিশেষ আবেদন (এসএলপি) দায়ের করেছে নবান্ন। দীপাবলির ছুটির পর শীর্ষ আদালত খুললেই এই গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, অভিষেকের বিরুদ্ধে আপাতত ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত কোনো কঠোর আইনি পদক্ষেপ বা গ্রেপ্তারির ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ রয়েছে। তবে সেই আইনি রক্ষাকবচের মেয়াদ শেষ হওয়ার ঠিক ২৩ দিন আগেই রাজ্য সরকারের শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করার পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক ও আইনি মহল।

সূত্রে খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এফআইআর-এ অভিষেকের সরাসরি যোগসূত্রের উল্লেখ না থাকায় তাঁকে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা দেয় উচ্চ আদালত। এরপরই শনিবার



রক্ষাকবচের মেয়াদের ২৩ দিন আগেই নির্দেশ খারিজের দাবিতে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার। প্রসঙ্গত, হাইকোর্টে শুনানির শুরু থেকেই রাজ্য সরকারের তরফে অভিষেকের রক্ষাকবচের আবেদন রুখতে জোরালো সওয়াল করা হয়েছিল। রাজ্যের মূল যুক্তি ছিল, অভিষেকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় পৃথক ধারায় একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। শুধু তাই নয়, কোনো নির্দিষ্ট মামলাতেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আগাম জামিনের জন্য পৃথক আবেদন জানাননি। আর এখানেই নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়ায় জামিন না থাকা সত্ত্বেও একজন প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধিকে ঢালাও সুরক্ষা দেওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত, তা নিয়ে স্পষ্ট প্রশ্ন তোলা হয় রাজ্যের আবেদনে।

রাজ্যের সমস্ত যুক্তি খারিজ করে হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করেছিল যে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার থানাগুলিতে দায়ের হওয়া অভিযোগগুলিতে অভিষেকের সরাসরি যুক্ত থাকার স্পষ্ট উল্লেখ মেলেনি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার আশঙ্কায় দায়ের করা আবেদনে সাড়া দিয়ে হাইকোর্ট সুরক্ষা নিশ্চিত করলেও কিছু কঠোর শর্ত যুক্ত করেছিল। এই শর্তগুলির মধ্যে রয়েছে, পুলিশি তদন্তের প্রয়োজনে অভিষেককে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। সঙ্গে এও শর্ত রাখা হয়, আদালতের অনুমতি ব্যতীত ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ বিদেশ যাত্রা করতে পারবেন না। আর এ ব্যাপারে আগামী ২৩ নভেম্বরের মধ্যে মামলার তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট হাইকোর্টে জমা দেওয়ার কথা রয়েছে।

পুলিশকে কাঠগড়ায় তোলায় লালবাজারে অভিষেকের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সরিষার তৃণমূল কার্যালয় থেকে বিপুল অংকের নগদ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে 'টাকা প্ল্যান্ট করার' বিস্ফোরক দাবি তুলে এবার আইনি জটিলতায় জড়ালেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে জনগোষ্ঠীকে প্ররোচিত করা এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরাসরি লালবাজারের সাইবার ক্রাইম বিভাগে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার রাজ্য সভাপতি ডঃ চন্দ্রচূড় গোস্বামী এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবার-২ ব্লকের সরিষা এলাকার একটি দলীয় কার্যালয়ে অভিযান চালিয়ে নগদ ১ কোটি টাকারও বেশি উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনার পরপরই সুর চড়ান তৃণমূল সাংসদ। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে একটি কালো রঙের গাড়ির ছবি ও ভিডিও পোস্ট করে তিনি দাবি করেন, পুলিশ নিজেই অত্যন্ত গোপনে ওই গাড়িতে করে টাকা এনে কার্যালয়ে রেখে



গিয়েছিল। পুরো ঘটনাটিকে নিজের দলের বিরুদ্ধে এক গভীর রাজনৈতিক চক্রান্ত বলে আখ্যা দেন তিনি। অভিষেকের এই বিস্ফোরক দাবির পরেই রাজ্য রাজনীতিতে চরম শোরগোল পড়ে যায়। এদিকে এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে শনিবার লালবাজার সাইবার সেলে হাজির হয়ে অভিযোগপত্র জমা দেন ডঃ চন্দ্রচূড় গোস্বামী। তাঁর সাফ দাবি, সাংসদের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, ভুয়ো এবং মনগড়া। রাজ্য পুলিশের বিশ্বাসযোগ্যতা জনসমক্ষে ধূলিসাৎ করতেই এবং আইন রক্ষকদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে উস্কে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই ধরনের অসত্য সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো হচ্ছে।

অভিযোগপত্রে কেবল টাকা উদ্ধারের প্রসঙ্গই নয়, বিরোধীদের ওপর ধারাবাহিক রাজনৈতিক আক্রমণের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমাগত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্বাচনী বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আসছেন। হিন্দু মহাসভার মতে, এ জাতীয় দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য দেশের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি চরম অবমাননাকর। এর ফলে রাজ্যের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে এবং সামাজিক সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

লালবাজার সাইবার ক্রাইম থানায় বিতর্কিত ফেসবুক পোস্টের লিঙ্কসহ আবেদন জমা দিয়ে নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আর্জি জানানো হয়েছে। হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, তদন্তে আইন অনুযায়ী অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত সাংসদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতম আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সম্পাদকীয়

চোরবাগানকে পিছনে ফেলে নির্বিঘ্নে কাটুক কালীপুজো, এটাই প্রার্থনা বঙ্গবাসীর

ক্ষমতায় আসার পর প্রথম দুর্গাপুজোয় চোরবাগানের মর্মান্তিক ঘটনা। সেই দুর্ঘটনার পর যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী-সহ গোটা প্রশাসন আসরে নেমে গোটা পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন তার প্রশংসা করতেই হবে। সেই সঙ্গে হতাহতদের ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রেও যে তৎপরতা দেখা গিয়েছে তা অতীতে দেখা যায়নি, এটা মানতেই হবে। এই আবহে এবার সামনে কালীপুজো। বলা বাহুল্য, প্রশাসন এবার আর কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ। তাই আগেভাগেই কালীপুজোকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও নিরাপদ করতে যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জারি হয়েছে নিরাপত্তা নিয়ে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর বা এসওপি। পুলিশ, প্রশাসন, পুজো কমিটি, বিদ্যুৎ দফতর, পুরসভা, ফায়ার ব্রিগেড-সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে রিভিং মিটিং করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চোরবাগানে কোথায় কোথায় খামতি ছিল, সে সব মাথায় রেখে একশো শতাংশ নিরাপদ কালীপুজো উদযাপনের প্রস্তুতি সারা। প্রশাসন যখন তৈরি, বাংলার মানুষেরও তখন একটাই কামনা, নির্বিঘ্নে কাটুক কালীপুজো ও দীপাবলির দিনগুলি। পুলিশের এসওপিতে বলা হয়েছে, মণ্ডপে ঢোকা ও বেরনোর গেট আলাদা করে তা চিহ্নিত করতে হবে যাতে সহজেই দর্শনার্থীদের চোখে পড়ে। ভিড় অনুযায়ী ধাপে ধাপে ও সুশৃঙ্খলভাবে দর্শনার্থীদের মণ্ডপে ঢোকাতে ও বের করতে হবে। অতিরিক্ত ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে দর্শনার্থীদের মণ্ডপে ঢোকানো বন্ধ রাখতে হবে। মণ্ডপের ভিতর পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতেই হবে। কারণ, চোরবাগানের ক্ষেত্রে বারবার আলো না থাকার অভিযোগ উঠেছিল। তাই এটা নিয়ে বাড়তি সতর্ক পুলিশ। এছাড়া দুর্ঘটনার সময় ইমার্জেন্সি এক্সিট রাখতে হবে, সেখানে যেন কোনও বাধা না থাকে সেটাও নিশ্চিত করতে হবে আয়োজকদের। চোরবাগানে এমনই নানা অভিযোগ উঠেছিল, যা নিয়ে আর কোনও গাফলতি দেখাতে নারাজ প্রশাসন। এখন নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে কালীপুজো কাটুক, এটাই সাধারণ বঙ্গবাসীরও প্রার্থনা।

শব্দছক ৩০৫

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	৫
	■	৬			■	৭	
৮	৯		■	১০	১১	■	
১২		■	১৩			১৪	■
■	১৫	১৬			■	১৭	১৮
১৯	■	২০		■	২১		
২২	২৩	■	২৪			■	
২৫				■	২৬		

পাশাপাশি: ১. শেষে রবি-যুক্ত ৎএকটি ফুল ৩. অমঙ্গল ৬. পদার্থের ক্ষুদ্র অংশ বা রোগ চূড়ায় ৭. একশো হাজার ৮. হাতীকে চালনা করে যে ১০. দুঃখ ১২. নমস্কার ১৫. অস্থির মনস্ক ১৭. কথা ২০. কুলিশ ২১. অন্ন দান করেন যিনি ২২. অপরের ধনে দই মারে যে ২৪. কিছু না জানা ব্যক্তির পরিচয়২৫. চাটুতা ২৬. মহান

ওপর-নিচ: ১. যা কাঁপছে ২. পরাজিত ৩. অনুতাপ ৪. দণ্ড ৫. রক্ষাকর্তা ৯. মোটাসোটা ১১. রাজস্ব ১৩. সমগ্র জনগণ ১৪. নতুন ধানের পার্বন ১৬. নিম্নে গমন ১৮. কখনো-কখনো ১৯. প্রচুর ২১. যা সমান নয় ২৩. কলুষ

সমাধান ৩০৪ — পাশাপাশি: ১. দন্ত ২. দ্বীপ্রহর ৪. বাঘ ৬. নবনীত ৮. হরিণ ১০. নল ১১. মরম ১২. শাসন ১৪. ঝিল ১৬. আলীম ১৭. জলময় ১৯. নব ২০. পাললিক ২১. দান

ওপর-নিচ: ১. দশানন ২. দ্বীঘাত ২. হরিহর ৪. বাণী ৫. পণ ৭. বলশালী ৯. রিমঝিম ১৩. সমকাল ১৫. লয়হীন ১৬. আগা ১৭. জনক ১৮. লব

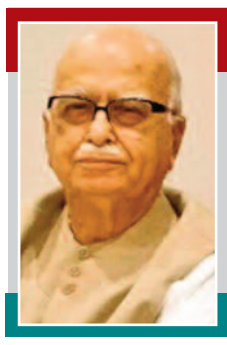
আজকের দিন



■ **১৯৬৬** — গোহত্যা নিষিদ্ধ না হওয়ার প্রতিবাদে বিশাল জনতার সংসদে হামলা। সহিংসতা, সম্পত্তির ক্ষতি এবং পুলিশের গুলিতে বেশ কয়েকজন নিহত এবং আহত হয়।

■ **২০১৬** — সরকার তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর সমস্ত ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট বাতিল এবং নতুন ৫০০ এবং ২০০০ টাকার নোট চালু করার ঘোষণা করে।

জন্মদিন



এলকে আদবানি

১৯২১ *বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুবিনয় রায়ের জন্মদিন।*
১৯২৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এলকে আদবানির জন্মদিন।*
১৯৪৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী উষা উত্থুপের জন্মদিন।*

মহাকালের মনমোহিনী মা কালী

রূপম চক্রবর্তী



মুন্ডক উপনিষদে শক্তিকে সাতটি অগ্নি শিখারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কাল-এর স্ত্রীলিঙ্গ কালী। কাল বলতে বোঝায় সময়। অর্থাৎ অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতকে যিনি কলন করেন তিনি মহাকাল। আর সেই মহাকালের নিয়ন্ত্রক যিনি, তিনিই মহাকালী। সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের গানে তাই পাই, 'সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনমোহিণী, আপনি নাচ আপনি গাও মা আপনি দাও মা করতালি।' এই গানেই আর একটু এগিয়ে কমলাকান্ত বলেন, 'আদিভূতা সনাতনী শূণ্যরূপা শশীভালী, ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুন্ডুমালা কোথা পেলি?' এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই দেখা যায়, আসলে কালী অনন্তের প্রতীক। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে মহাকাল সর্বজীবেরই কলন বা গ্রাস করেন। সেই মহাকালকে ও যিনি নিজ অঙ্গে লয় করেন, তিনিই কালী। মহাকালের প্রচন্ড আঘাতে ক্ষতবিক্ষত আমাদের হৃদয়। মহাকালের কাছে কেউ অপরাজিত নন। আমরা যারা প্রতিনিয়ত অহংকার জ্ঞানে মানুষকে লজ্জিত করে চলেছি কালের প্রচন্ড থাবায় একদিন আমাদের অহংকার চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তাইতো শংকারাচার্য বলেছেন,ক্ষ্মমা কুরু ধনজন যৌবন গর্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।

যে মা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে সংহারকর্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন সে মা হাজার হাজার বছর পরে রামপ্রসাদ, শ্রী রামকৃষ্ণ ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের কাছে প্রেমময়ী মা হিসেবে ধরা দিয়েছিলেন। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, বৃক্ষে, লতায়, ঔষধিতে, মানবের দেহে, মনে, প্রাণে, বুদ্ধিতে, অহঙ্কারে। তিনি আছেন মানব চেতনায়, স্মৃতিতে, শ্রদ্ধায়, নিদ্রায়, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ক্ষমায়, লজ্জায়, শান্তিতে, ভ্রান্তিতে, শক্তিতে। মাতৃ রূপে, তিনি সর্বত্রই সংস্থিতা। এই প্রেমময়ী মায়ের দারুণ ছবি তুলে ধরেছেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। সাহিত্য ও সংগীতের মাধ্যমে একটি জাতিকে জাগিয়ে তোলেন যিনি, তিনিই নজরুল।

কাজী নজরুল ইসলাম কবিতা এবং গানের মাধ্যমে নিজের ধর্মকে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি শত শত শ্যামা সংগীত এবং কৃষ্ণ ভোজন রচনা করে সনাতনী সংস্কৃতি জগতে বড় একটা স্থান করে নিয়েছেন। দুর্গা পূজার পরেই কালী পূজার মহা আয়োজনে মাতৃ ভক্তরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কবি লিখছেন 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন', 'আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে' অথবা 'কালো রূপে মন ভুলালে কালোকে আয় বাসবি ভাল'। কবি কালীকে স্নেহময়ী মাতৃরূপে উপস্থান করেছেন। যেহেতু কালী জগৎমাতা। তিনিই সৃষ্টি করেছেন চন্দ্র, সূর্যাদি। অনাদিকাল থেকে তাঁর বিপুল মাতৃক্রোড়ে চন্দ্র, সূর্যাদি শিশুর মতো দোল খায়। তাঁর কল্যাণময়ী রূপের সামান্য ঝলকই যেন স্নিগ্ধ আবেশে অসীম নীলাকাশকে মহিমান্বিত করে রেখেছে।

দশমহাবিদ্যার প্রথম হল কালী। মহাভাগবতের মতে মহাকালীই হচ্ছেন মুখ্য (প্রধান) এবং তাঁর উগ্র ও সৌম্য দুই রূপের অন্তবর্তী অনেক রূপ ধারণকারিণী হল দশমহাবিদ্যা। বিদ্যাপতি ভগবান মহাদেবের শক্তি এই দশমহাবিদ্যা অনন্ত সিদ্ধি প্রদানকারিণী। দার্শনিক দিক থেকেও কালতত্ত্বের প্রাধান্যই সবার উপরে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের পাশাপাশি শাক্ত ধর্মের উদ্ভব হয়। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি শাক্তগীতি চর্চার একটি ধারার প্রচলন হয়। সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন (আনুমানিক ১৭২০-১৭৮২ খ্রিস্টাব্দ) সে ধারায় প্রাণ সঞ্চার করে বাংলা গানের জগতে 'শাক্তপদাবলী বা শ্যামা সংগীত' নামে একটি বিশেষ সংগীত ধারা প্রতিষ্ঠিত করেন। অর্থাৎ রামপ্রসাদ হলেন শাক্ত সংগীত রচনার পথিকৃৎ। রামপ্রসাদ পরবর্তী কবি নজরুল ইসলাম অসাধারণ রচনার মাধ্যমে গানের সাথে আবেগ এবং প্রেমের অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। বলতে গেলে ভয়ঙ্করী কালীকে যখন বাংলার কবিরা রণরঙ্গিনী থেকে মাতৃরূপিণীতে পরিণত করলেন, তখন কাজী নজরুল ইসলামও তাঁদের সঙ্গেই মেনে নিতে পারলেন না মায়ের উগ্র ও কালো রূপ। কারণ সন্তানকালো হলে পিতা-মাতার মনের দুঃখকে ঢাকার জন্য তাঁরা নানা অজুহাত খাড়া করেন। এখানে নজরুল ইসলামের কালো মেয়ে রাগ করে কালি মাখেন , 'আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে, কে দিয়েছে গালি।/ রাগ ক'রে সে সারা গায়ে মেখেছে তাই কালি

শ্যামা সঙ্গীত বিষয়ে আলোচনা উঠলেই মাতৃসাধক রামপ্রসাদের পাশাপাশি নজরুলের সৃষ্টিকে আমরা সম্মান করি। কবি রচিত কালো মেয়ের পায়ের তলায় গানটির কথা লিখতে গেলে মায়ের সাথে অসুরের যুদ্ধের কথা স্মরণ করতে হয়। রক্তবীজ' নামক এক অসুরের সাথে দেবতাদের যুদ্ধ হয়। এরক্তবীজ' নামক এক অসুরের সাথে দেবতাদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দেবতাদের পরাজয় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কারণ ব্রহ্মার বরে রক্তবীজের একফোঁটা রক্ত থেকে জন্ম নিচ্ছিল আরো হাজার রক্তবীজ-রূপী অসুর। এই অবস্থায় দূর্গা যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং তাঁর দুই ভ্রূ-এর মাঝখান থেকে জন্ম নেন দেবী কালী। কালী বহু অসুরকে হত্যা করলেও রক্তবীজ অপরাজেয় থাকেন। রক্তবীজের একফোঁটা রক্তও যাতে ভূমিতে না পড়ে, সেই কারণে কালী রক্তবীজের দেহনিঃসৃত রক্ত পান করতে থাকেন। পরে রক্তবীজের দেহ শূন্যে তুলে নেন এবং এই অবস্থায় রক্তবীজের দেহের সবটুকু রক্তপান করেন। শেষ বিন্দু রক্ত পান করার পর নিথর রক্তশূন্য রক্তবীজের দেহ ছুড়ে ফেলে দেন। এরপর তিনি বিজয়নৃত্য শুরু করেন এবং নিহত অসুরের হাত দিয়ে তিনি কোমড়বন্ধনী এবং মাথা দিয়ে মালিকা বানিয়ে পরিধান করেন। কালীর এই প্রলয়ঙ্করী নাচ দেখে দেবতারা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁরা সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য, কালীর স্বামী শিবের শরণাগত হন । শিবের একাধিক মৌখিক অনুরোধ অগ্রাহ্য করেও কালী উন্মাদিনীর মতো নাচতে থাকেন। কোনও উপায় না দেখে শিব নৃত্যরতা কালীর পায়ের তলায় শুয়ে পড়েন। এরপরই পায়ের নিচে স্বামীকে দেখে লজ্জায় তিনি জিভ কাটেন এবং উন্মত্ত নৃত্য বন্ধ করেন। কবি নজরুল ইসলাম এই ঘটনাকে চিত্রিত করে সুন্দর একটা মাতৃ সংগীত আমাদের উপহার দিলেন। তিনি লিখেছেন, 'আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায় / দেখে যা আলোর নাচন/ মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব/ যার হাতে মরণ বাঁচন'।

বহুল প্রচলিত এই কাহিনীর পাশাপাশি আরও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রয়েছে যা আমি পরবর্তীতে আলোচনা করছি।

শাস্ত্র পুরাণাদির মধ্যে আমরা কালী বা কালিকার যে বিস্তার বা বিবর্তন দেখি তাতে দার্শনিক চিন্তায় শক্তি ছাড়া শিব যে শবরূপ প্রাপ্ত হন তা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। কালিকাদেবী শিবারূঢ়া নন শবারূঢ়া। দানব দেহ মায়ের পদদলিত। রাম প্রসাদ তাই গেয়েছেন, 'শিব নয় মায়ের পদতলে/ ওটা মিথ্যা লোকে বলে/ দৈত্য বেটা ভূমে পড়ে/ মা দাঁড়িয়ে তার উপরে।

মায়ের পাদস্পর্শে দানব দেহ/ শিবরূপ হয় রণস্থলে।'

মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহের শিবরূপতা প্রাপ্তির আসল অর্থ হল শক্তি তত্ত্বের প্রাধান্য। কালী হচ্ছেন শক্তি, আর শিব হচ্ছেন মঙ্গল। মাতৃ কাঠামোয় দেখা যায় শক্তি মঙ্গলের উপর দন্ডায়মানা। বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায়, মানুষ তার শক্তির অপব্যবহার করছে। পারমাণবিক শক্তি কাজে লাগিয়ে দেশের শ্রী বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু অনেকে এর অপব্যবহার করছেন। মাতৃ কাঠামো আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে আমরা যেন আমাদের শক্তিকে মঙ্গলের কাজে ব্যবহার করি।

মা কালীকে মায়ের স্থানে বসিয়ে নিজেকে শিশুর স্থানে রেখে নানা আবদার, অভিমান, খুনসুটি লক্ষ্য করা যায় তার রচনায়। যেমন রামপ্রসাদ লিখেছেন, মা আমায় ঘুরাবি কত/ কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত/ ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত' অথবা লিখলেন, 'এইবার কালী তোরে খাবো/ তুমি খাও, নয় আমি খাবো দুটোর একটা করে যাবো।' নজরুল লিখলেন, ওরে সর্বনাশি মেয়ে এলি এ কোন চুলোর ছাই' অথবা লিখলেন, ওমা তুই আমারে ছেড়ে আছিস আমি তাই হয়েছি লক্ষ্মীছাড়া'। নজরুল তার শ্যামা মাকে বহুরূপে বর্ণনা করেছেন। তার বিশালত্ব, শক্তি, দয়া, উদারতা, কাঠিন্য নজরুলের প্রতিটি রচনায় উদাত্ত রূপ লাভ করেছে। নজরুল মোট ২৪৭ টি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছেন। এই সঙ্গীতে কালির মহিমা, মহত্ত্ব, বিশালত্ব তো বটেই, ধরা দিয়েছে তার রুদ্র মূর্তিও। শ্যামা মাকে নজরুল করে তুলেছেন মহাশক্তিময়ী, রণরঙ্গিণী, দিগবসনা এক মহাসত্তা। কখনো কন্যা রূপে, কখনো মাতৃ রূপে তিনি সাজিয়েছেন ।

শ্যামা সঙ্গীতের নান্দনিক প্রভাব পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মরমী ও ভক্তিগীতি, এমনকি দেশাত্মবোধক গানের মধ্যে আজও প্রবহমান। দিব্য মাতৃকা শক্তি বা দেবী পরম ও সর্বোচ্চ ঈশ্বর, এই মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই শাক্তধর্মের উদ্ভব। আর এই শাক্তদর্শন থেকেই নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত রচনা শুরু। দুর্গাদেবীর একটি বিশেষ রূপ হল 'কালী'। এই কালীদেবীরই অন্য নাম আবার শ্যামা। শ্যামাবন্দনা বা শ্যামাদেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত গানগুলোকে সাধারণভাবে শ্যামাসঙ্গীত বলা হয়। শাক্তসঙ্গীত নামটিরও ব্যবহার হয় এক্ষেত্রে। 'শ্যামা মা'র পরিচয় দিতে গিয়ে কবি লিখেছিলেন —

'মার হাতে কালি মুখে কালি/ মা আমার কালিমাখা, মুখ দেখে মা পাড়ার লোকে হাসে খালি/ মোর লেখাপড়া হ'ল না মা, আমি 'ম' দেখিতেই দেখি শ্যামা/ আমি 'ক' দেখতেই কালী ব'লে নাচি দিয়ে করতালি।' কাজী নজরুল ইসলামের শ্যামাসঙ্গীত জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, ভালোবাসা এবং আবেগের গভীরতা। কেউ কেউ মনে করেন, নজরুল হৃদয়ের গভীর থেকে শ্যামা মায়েরপ্রতি ভক্তি নিবেদন করেছিলেন। আর সে ভক্তি সাকার হয়েছিল তাঁর গানের ভাষাতে। নজরুলের কাছে কালী শুধু একজন দেবী ছিলেন না, বরং দেশমাতৃকা এবং মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও শক্তিকেও তিনি কালীর মধ্যে খুঁজে পেতেন।

থিম-পুজোর ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে সাবেকি শ্যামাপুজোর জৌলুস

অরিন্দম ঘোষ

(১)

মনে পড়ে আমার শিশুবেলার কথা। দীঘির জল জুড়ে গোলাপি বিপ্লব। বাবার কাছে যখন জানতে চেয়েছিলাম সমগ্র দীঘির বুকে সূর্যের আলোয় খিলখিলিয়ে হেসে ওঠা গোলাপি ফুলগুলোর পরিচয় , বাবা হেসে উত্তর দিয়েছিলেন ত্ত শাপলা। আকাশের পানে দিকনির্দেশ করে বলেছিলেন যে, আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা মেঘের ভেলা। তার মানেই শরৎকাল এসে গিয়েছে। আর এই সময় চোখে পড়ে শাপলা , শালুকের আগমন । চরাচরব্যপ্ত নদীর চর জুড়ে কাশ ফুল দোলায় তার চামর। ভোরবেলা গাছের তলায় ঝরে পড়া শিউলি কুড়িয়ে আনতেন বাবা। কাচের বাটিতে জল দিয়ে রেখে দেওয়া হতো সেগুলো। শিউলির সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ত সারা বাড়ি জুড়ে। এককথায় শরৎ প্রকৃতি এইভাবেই ঘোষণা করত মা দুর্গার আগমনী বার্তা।

আমি যে সময়ের কথা লিখছি, থিম পুজোর প্রচলন তখনও হয়নি। দু' ধরনের পুজো তখন প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে একটা ছিল সাবেকি পুজো। তখন সাবেকি পুজো বলতে বোঝাত কোনো অভিজাত বাড়িতে বিশেষ করে জমিদার বাড়িতে দুর্গা পুজোর আয়োজন অনুষ্ঠান। প্রায় প্রতিটি জমিদার বাড়িতেই ভদ্রাসনের সঙ্গে থাকত ঠাকুর দালান । দুর্গা দালানেই মহা সমারোহে মাতৃপুজো অনুষ্ঠিত হতো। পরিবারের সকল সদস্য যাঁরা সারা বছর যে যেখানেই থাকুন না কেন, এই সময় ছুটে আসতেন পারিবারিক পূজানুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য। এইভাবেই দুর্গাপুজো উপলক্ষে সকলের মিলিত উদ্যোগে স্থাপিত হতো পারিবারিক সৌভাতৃত্ব। জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সাবেকি পুজোর রমরমা ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকল। বর্তমানে সাবেকি পুজো যে একেবারেই হয় না , একথা বললে ভুল বলা হবে। গ্রামাঞ্চলে, মফস্বল শহরে সারা বছর ধরে পরিত্যক্ত কিছু জমিদার বাড়িতে বহু শতাব্দী ধরে চলে আসা পারিবারিক প্রথা মেনে সাবেকি পুজোর প্রথা এখনও প্রচলিত রয়েছে। মহানগরী কলকাতার অনেক রাজবাড়িতে পুরনো ঐতিহ্যবাহী এই সমস্ত পুজো দেখতে বহু দূর থেকে দর্শনার্থীরা এখনও ভিড় জমান সেখানে। শারদোৎসবের আঙিনায় সংযোজিত হয় নতুন এক আগমনী সুর।

(২)

জমিদার বাড়ির পুজোর সংখ্যা যখন ক্রমশ কমতে শুরু করল, তখন গ্রামাঞ্চলের লোকেরা একজোট হয়ে এক-একটা পাড়ার সকলে মিলে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গাপূজা পুজো করতে শুরু করেল। মায়ের আরাধনায় ঢাকের তালে মুখরিত হয়ে উঠত্ত চণ্ডীমণ্ডপ

' এক এক্কে এক, দুই এক্কে দুই
নামতা পড়ে ছেলেরা সব পাঠশালার ঐ ঘরে
নন্দী বাড়ির আট চালাতে কুমোর ঠাকুর গড়ে
মন বসে কি আর
আহা হা , চণ্ডী তলায় বদ্দি বাজে ঢাক গুড় গুড়।'

(৩)

শহরাঞ্চলেও একই ধারণায় শুরু হলো সার্বজনীন পুজো। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বাড়ি থেকে চাঁদা তুলে অর্থ সংগ্রহ করা হতে লাগল। সার্বজনীন পুজোয় রঙিন প্যান্ডেলের তেমন কোনো বাহার প্রথমদিকে লক্ষ্য করা যেত না। প্রতিমাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হতো এক চালার। ডাকের সাজে সজ্জিত তার হতেন দেবী। কাঁসর , ঘণ্টা আর ধুনুচি নাচের সঙ্গে পাড়ার লোকেরা সমবেতভাবে মেতে উঠতেন পুজোর উপাচার জোগাড় করার কাজে।এক পাড়ার ঢাকের আওয়াজ শুনে ছুটে আসত অন্য পড়ার লোক প্রতিমা দর্শনের উদ্দেশে। আর এইভাবেই সংঘটিত হতো বিভেদের মধ্যে ঐক্য, ঐক্যের মধ্যে মহামিলন। সুস্থ প্রকৃত সংস্কৃতির হাত ধরে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের পর ছোটরা গুরুজনদের প্রণাম তো করতই, সাথে সমবয়সীরা পরস্পরের সঙ্গে কোলাকুলির মাধ্যমে গড়ে তুলত সখ্যতা আর সৌভ্রাতৃত্ব। সার্বজনীন এইসমস্ত পুজোয় পরবর্তীকালে ঘটলো পুজোর গানের অনুপ্রবেশ। শুরু হলো মাইক্রোফোনের ব্যবহার। সারা বছর ধরে অপেক্ষা করে থাকার পর নামী-অনামী বিভিন্ন শিল্পীর পুজোর গান প্রকাশিত হতো পুজোর সময়। সেইসমস্ত গানগুলো লাউড স্পিকারের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তো প্যান্ডেল থেকে প্যান্ডেলে। মানুষের মুখে ফিরত সেই সমস্ত চেনা- অচেনা গান।

(৪)

সর্বজনীন পুজো কমিটিগুলোর মধ্যে ধীরে ধীরে শুরু হলো প্রতিযোগিতা। বাড়তে থাকলো এই অসুস্থ প্রতিযোগিতার বহর। পুজো প্যান্ডেলগুলোতে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের ব্যানারের অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করল। আর রমরমিয়ে শুরু হয়ে গেল পুজো উদযাপনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজকর্মও ; যেমন ত্ত সেরা প্যান্ডেল , সেরা থিম , সেরা মণ্ডপসজ্জা প্রভৃতি বিষয়ে পুরস্কার দেওয়ার কাজ শুরু করলো বিভিন্ন সংস্থা । ফলে পুরনো সার্বজনীন পুজোর আঙ্গিক সম্পূর্ণভাবে বদলে গেল। সার্বজনীন পুজো গিরগিটির মতো রাতারাতির রূপ বদলে থিম পুজোর রূপ ধরল ত্ত কোথাও তৈরি হলো কৈলাস পর্বত , কোথাও আলোর ডাইনোসর লাফাতে লাগলো আবার কোথাও মা দুর্গা দশ হাত নাড়িয়ে অসুর বধ করলেন । দুর্গা প্রতিমার কোনো কোনো প্যান্ডেলে আপনারাও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, বিশলাকার দুর্গা মূর্তির নীচে ছোটো আকারের মাতৃমূর্তি বসানো থাকে আর সেই মূর্তিরই আরাধনা করা হয়। সেলফিপ্রেমী প্রজন্ম তখন থিম প্যান্ডেল আর থিম মাতৃ মূর্তির ছবি তুলতে ভিড় জমিয়েছে। প্রবল ভিড়, ধাক্কাধাক্কি আর দীর্ঘক্ষণ লাইনের তাণ্ডবে কোনো কোনো প্যান্ডেলের কাঠামো ভেঙে পড়ার খবরও কোনো কোনো বছর সংবাদের শিরোনামে উঠে আসে। গত বছর অমরনাথের আদলে তৈরি হওয়া এক প্যান্ডেল থেকে বেরিয়ে আসা কয়েকজন দর্শনার্থীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁদের মুখ থেকে শুনেছিলাম যে তাঁরা বাস্তবে যে অমরনাথ দর্শনে গিয়েছিলেন তার সাথে থিম প্যান্ডেলের আকাশ - পাতাল ফারাক। তবে হ্যাঁ , একথা অস্বীকার করলে চলবে না যে , এই থিম প্যান্ডেল তৈরির মাধ্যমে শিল্পীদের উপার্জনের পথ কিছুটা প্রশস্ত হয়। তাছাড়া থিম বিনোদনের মাধ্যমে দর্শণার্থীদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনোরঞ্জনও সাধিত হয়।

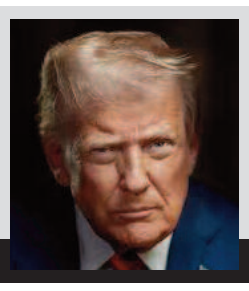
তবে থিম পুজোর ভিড়ে হারিয়ে যেতে বসেছে সাবেকি পূজোর জৌলুস। সে বড়ই একাকী হয়ে পড়েছে। তাই থিম পুজোর পাশাপাশি। জীবন্মৃত সাবেকি পুজোকে আবার নতুন করে বাঁচিয়ে তোলার সময় এসেছে। নয়তো নগরে শিউলি বা কাশফুলের হারিয়ে যাওয়ার মতো সাবেকি পুজো বহু আলোকবর্ষ দূরে উধাও হয়ে যাবে । একদিন বিলুপ্ত হবে বহু প্রজন্ম ধরে লালিত বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

ভালো কাজে বিজ্ঞাপন লাগে না। মানুষের মুখে মুখেই তা ছড়ায়। বিশ্বাসের অভাবেই বিজ্ঞাপন জরুরি হয়ে ওঠে। বিজ্ঞাপন প্রচারই নয়, আত্মপ্রচারও।

কোট-জানকোট



আমি জানি বিষয়টি (ইরান যুদ্ধ) নিয়ে উনি (ভান্স) কী ভাবছেন। আমার ধারণা ওটা (সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত) ভালই ছিল। আমরা সেটা জানতাম। ওদের (ইরান) পরমাণু অস্ত্র তৈরি করা বন্ধ করে দিয়েছি। ওরা আর এই অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না।

ডোনাল্ড ট্রাম্প, প্রেসিডেন্ট, আমেরিকা

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাগডোগরা বিমান ঘাঁটি পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তায় শক্তিশালী ঢাল: রাজনাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: দীপাবলির একদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের বাগডোগরা বিমানঘাঁটিতে ভারতীয় বিমান বাহিনীর কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এবং সেনা কর্মীদের সঙ্গে দীপাবলির আনন্দ ও মিষ্টি ভাগ করে খান। এইদিন সশস্ত্র বাহিনীতে শৃঙ্খলা ও সাহসের গুরুত্বের ওপর জোর দেন তিনি। তাঁর মতে প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক না কেন সৈন্যদের মধ্যে যদি শৃঙ্খলা ও সাহসের অভাব থাকে তবে তা বৃথা হয়ে যায়। তিনি বলেন আমাদের সশস্ত্র বাহিনী তাদের শৃঙ্খলার জন্য পরিচিত। শৃঙ্খলাই একজন সাধারণ সৈনিককে অসাধারণ যোদ্ধায় রূপান্তরিত করে। আপনার শৃঙ্খলাই আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি।



প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে, 'আজকের নিরাপত্তা পরিস্থিতি আগের যে কোনও সময়ের চেয়ে অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ এখন আর শুধু প্রচলিত সীমান্ত সংঘাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এর পরিধি বিস্তৃত হয়ে সাইবার হামলা, ড্রোন হামলা, তথ্য চুরির মতো বড় ধরনের যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। এখন শত্রু প্রায়ই সরাসরি সংঘাত এড়িয়ে চলে এবং আমাদের দুর্বলতার সুযোগ নিতে চায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে তারা ভুল তথ্য ছড়াতে এবং স্থানীয় বাসিন্দা ও সৈন্যদের মধ্যে সন্দেহের বীজ বপন করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে সৈন্যদের ভূমিকা স্বাভাবিকের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং শনিবার সংবেদনশীল সীমান্ত এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে শক্তিশালী আ আস্থার সম্পর্ক বজায় রাখার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে বলেছেন সৈন্যদের আচরণ এবং বেসামরিক নাগরিকদের সঙ্গে তাদের আলাপচারিতা সশস্ত্র বাহিনীর ভাবমূর্তি তৈরি করে এবং শত্রুর চক্রান্ত দুর্বল করতে সাহায্য করে। বাগডোগরায় সৈন্যদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে সিং বলেন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি জনগণের আস্থা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাদের আচরণ, শৃঙ্খলা ও সংযম গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যেই স্টেশনে কর্মরত আছেন সেখানে আপনার আচরণ, আপনার পোশাক, আপনার ভাষা এবং আপনার সংযম স্থানীয় মানুষের মনে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি গড়ে তোলে। বাগডোগরা ও তার আশপাশের এলাকার মানুষের সেনাবাহিনীর প্রতি গভীর অনুরাগ রয়েছে। সেই অনুরাগ রক্ষা করাও আপনার দায়িত্ব। আপনি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে যত বেশি সংযোগ স্থাপন করবেন, শত্রুর চক্রান্ত তত দুর্বল হয়ে পড়বে। তিনি বলেন। বাগডোগরা শিলিগুড়ি করিডোরের কাছে অবস্থিত, যা 'চিকেন নেক' নামেও পরিচিত। এটি উত্তর পশ্চিমবঙ্গের একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ড যা ভারতের মূল ভূখণ্ডকে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করে। এই করিডোরটি চীন, নেপাল, ভুটান এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে অবস্থিত। আজ আমরা যে সকল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, তার মধ্যে মনোবলই সবচেয়ে বড় অস্ত্র। আপনার মনোবল যখন উঁচু থাকে, তখন একটি ছোট দল নিয়েও বড় বিজয় অর্জন করা যায়। মনোবল কীভাবে বাড়ে? মনোবল তখনই বাড়ে, যখন আপনি জানেন যে আপনার দেশ আপনার সঙ্গে আছে, আপনার নেতৃত্ব আপনার সঙ্গে আছ।

সশস্ত্র বাহিনীতে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, 'সৈন্যদের ড্রোন পরিচালনা এবং সাইবার নিরাপত্তা বোঝার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং সেনাবাহিনীকে আরও প্রযুক্তি-নির্ভর হতে হবে। আপনারা ড্রোন চালানো শিখছেন, সাইবার নিরাপত্তা বুঝছেন এবং নতুন উপায়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। এই পরিবর্তন আমাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করবে। আগামী দিনে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে আরও প্রযুক্তি-নির্ভর করে তুলতে হবে। আমি সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী যে আপনাদের সকলের সহযোগিতায় আমরা এই পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাব।' তিনি প্রতিরক্ষা উৎপাদনে ভারতীয় স্টার্ট-আপ এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদানের কথাও তুলে ধরেন এবং বলেন যে, 'তারা ড্রোন, ড্রোন-প্রতিরোধী ব্যবস্থা এবং সৈন্যদের জন্য সরঞ্জাম তৈরি করছে। আজ দেশ আত্মনির্ভর ভারতের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমাদের স্টার্ট-আপ ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো এখন ড্রোন তৈরি করছে, ড্রোন-প্রতিরোধী ব্যবস্থা গড়ে তুলছে এবং সৈন্যদের জন্য আরও উন্নত সরঞ্জাম উৎপাদন করছে। আমি গর্বিত যে আমাদের সৈন্যরা ভারতে তৈরি প্রযুক্তি গ্রহণে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।'

নার্সিংহোমের শৌচাগারে সন্তান জন্ম, জানলা দিয়ে ফেলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সাধারণ পেটের যন্ত্রণা ভেবে গভীর রাতে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল এক নাবালিকাকে। আর সেই হাসপাতালে বসেই শনিবার সকালে এক রোমহর্ষক ঘটনার সাক্ষী থাকল উত্তরপাড়া। হুগলি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের একটি নার্সিংহোমে বাথরুমে একাই সন্তান প্রসব করার পর, সদ্যোজাতকে জানলা দিয়ে নীচে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ওই নাবালিকার বিরুদ্ধে। এই নারকীয় কাণ্ডে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত উত্তরপাড়া থানার পুলিশ নার্সিংহোমে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার গভীর রাতে হাওড়ার নিবাসী ওই নাবালিকাকে পেটে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে উত্তরপাড়ার ওই বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে আসেন পরিবারের লোকজন। পরিবারের দাবি, তাঁদের মেয়ে যে অন্তঃসত্ত্বা ছিল, সে বিষয়ে তাঁদের বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিল না। তাঁরা ভেবেছিলেন নিছক পেটের কোনও সাধারণ সমস্যাই এর কারণ।

নার্সিংহোমের কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, সকালে ওই নাবালিকার রক্ত পরীক্ষাও করানো হয়েছিল। এরপর হঠাৎ ব্যথা বাড়লে সে নিজেই হেঁটে শৌচাগারে যায় এবং সেখানে একাই সন্তানের জন্ম দেয়। নার্সিংহোমের নীচেই থাকা এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, সকালে হঠাৎই ওপর থেকে কিছু ভারী বস্তু পড়ার শব্দ পান তিনি। কাছে গিয়ে রক্তমাখা একটি সদ্যোজাত শিশুকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে তাঁর বুক কেঁপে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে নার্সিংহোমের এক নার্স দৌড়ে এসে শিশুটিকে উদ্ধার করে ভেতরে নিয়ে যান।

দিনের আলো ফুটতেই এই খবর চাউর হতেই স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। নার্সিংহোমের নিরাপত্তা ও নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে উত্তরপাড়ার বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী জানান, তিনি নিজে থানায় গিয়ে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখেছেন এবং এই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি, শহরের যে সমস্ত নার্সিংহোম নিয়মভঙ্গ করে চলছে, তাদের বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। বর্তমানে পুরো ঘটনাটির গভীরে গিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ।

অতীতের জঙ্গল থেকে আজকের ভক্তিপীঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কালীপুজো মানেই আলোর রোশনাই আর ভক্তির জোয়ার। কিন্তু এই উৎসবের আবহেও হুগলি জেলার সিঙ্গুরের একটি প্রাচীন কালীমন্দির প্রতি বছর আলাদা করে মানুষের নজর কাড়ে। সিঙ্গুরের পুরুষোত্তমপুর এলাকায় অবস্থিত এই মন্দিরটি স্থানীয়দের কাছে 'ডাকাতকালী মন্দির' নামেই সমধিক পরিচিত। শতাধীর পর শতাধী পেরিয়ে গেলেও এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে আজও বেঁচে রয়েছে গা ছমছমে ইতিহাস, দুর্ধর্ষ ডাকাতদের নানা রোমহর্ষক কাহিনী এবং শ্রীশ্রী সারদাদেবীর সঙ্গে জড়িত এক অদ্ভুত অলৌকিক স্মৃতি।

প্রবীণদের মুখে শোনা জনশ্রুতি অনুযায়ী, বহু বছর আগে বর্তমান সিঙ্গুর অঞ্চলটি ছিল ঘেরা ছমছমে গভীর জঙ্গল ও জনমানবহীন এক এলাকা। সেই যুগে রঘু ডাকাত কিংবা গগন সর্দারের মতো কুখ্যাত ডাকাত সর্দারের দল এই অঞ্চলে সক্রিয় ছিল। কথিত আছে, কোনো বড় ডাকাতি অভিযানে যাওয়ার আগে এই বনের ভেতরেই দেবীর আরাধনা করত তারা। এমনকি সেই অন্ধকার যুগে এখানে নরবলির মতো নৃশংস প্রথার প্রচলন ছিল বলেও লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে। পরবর্তীতে বর্ধমানের মহারাজার সদিচ্ছা এবং এক ঐশ্বরিক স্বপ্নাদেশের ভিত্তিতে বর্তমানের এই আটচালা মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রায় নয় ফুট উচ্চতার এক বিশালাকার কালিকা মূর্তি নিত্যদিন পূজিতা হয়ে আসছেন।

তবে এই মন্দিরের ইতিহাসের পাতায় সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং রোমহর্ষক অধ্যায়টি জুড়ে রয়েছে সারদাদেবীর জীবনের সঙ্গে। লোককথা অনুসারে, দক্ষিণেশ্বরে অসুস্থ রামকৃষ্ণদেবকে দেখতে কামারপুকুর থেকে পায়ে হেঁটে অথবা পালকিতে করে রওনা দিয়েছিলেন সারদাদেবী। সেই যাত্রাপথে কোনোভাবে পথভুল করে তিনি এসে পড়েন খোদ ডাকাতদের ডেরায়। মুহূর্তের মধ্যে গগন সর্দার ও তার সশস্ত্র দলবল পালকি ঘিরে ধরে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই এক অভাবনীয় অলৌকিক ঘটনা ঘটে, সারদাদেবীর মুখমণ্ডলে সাক্ষাৎ কালীর রূপ ও প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় ডাকাতরা। পলকে তাদের মনের ভুল ভেঙে যায় এবং তারা পায়ে লুটিয়ে পড়ে মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। রাত হয়ে যাওয়ায় সেই ডাকাতরাই সারদাদেবীর নিরাপত্তার পুরো দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নেয় এবং সেই রাতে তাদের ডেরায় তাঁকে অন্নভোগ হিসেবে সাধারণ চাল ও কড়াই ভাজা পরিবেশন করে। সেই প্রাচীন স্মারক ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রেখেই আজও সিঙ্গুরের এই ডাকাতকালী মন্দিরে কালীপুজোর বিশেষ ভোগে অন্যান্য উপাদানের পাশাপাশি চাল ও কড়াই ভাজা নিবেদন করার দীর্ঘদিনের প্রথা পরম নিষ্ঠায় পালন করা হয়।

এই মন্দির ঘিরে প্রচলিত রয়েছে আরও বহু লোককথা ও রহস্যময় কাহিনী। প্রবীণদের অনেকের মতেই, এই মন্দিরপ্রাঙ্গণের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রহস্যময় 'বর-কনে খাওয়া কালী'র মতো রোমাঞ্চকর উপকথাও। যদিও এই ধরনের লোককথার কোনো পোক্ত ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, তবুও ভক্তকুলের মনে এই মন্দিরের প্রতি ভীতি, বিস্ময় ও ভক্তির অদ্ভুত এক সংমিশ্রণ আজও অমলিন।

কালের নিয়মে সিঙ্গুরের সেই দুর্গম ভয়ের জঙ্গল আজ আর নেই, চারপাশ জুড়ে গড়ে উঠেছে জনবসতি। তবুও প্রাচীন রীতিনীতি মেনে অমাবস্যা কিংবা দীপাবলির রাতে এই মন্দিরে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয় সেবায়েত ও উন্নয়ন কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে আজও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পূজিতা হন এই জাগ্রত দেবী। ইতিহাস, ঐতিহ্য আর অলৌকিকতার এমন দুর্লভ মেলবন্ধন চাক্ষুষ করতে আজও দূরদূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসেন সিঙ্গুরের এই ঐতিহাসিক ডাকাতকালী মন্দিরে।

ব্রিটিশ আমল থেকে পঞ্চমুণ্ডির আসনে পূজিত সিদ্ধেশ্বরী কালী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: হুগলি জেলার আরামবাগের উত্তর বাদশকোনা গ্রামে পঞ্চমুণ্ডির আসনে পূজিত হন সিদ্ধেশ্বরী কালী মা। প্রাচীন ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস ও নানা বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানকে ঘিরে এই পুজো আজও এলাকার মানুষের কাছে বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয় মায়ের পুজো। ইতিমধ্যেই পুজোকে ঘিরে শুরু হয়েছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। মন্দির চত্বর সাজিয়ে তোলা থেকে শুরু করে পুজোর আনুষঙ্গিক আয়োজন, সব কিছুতেই ব্যস্ত পাল পরিবারের সদস্যরা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পাল বংশের পূর্বপুরুষ সুরেন্দ্রনাথ পাল এই সিদ্ধেশ্বরী কালী মায়ের পুজোর প্রতিষ্ঠা করেন। সময়ের সঙ্গে বদলেছে পুজোর পরিকাঠামো, কিন্তু বদলায়নি মায়ের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও ভক্তি।একসময় তালপাতার ছাউনি দেওয়া ছোট্ট মন্দিরে পূজিত হতেন সিদ্ধেশ্বরী কালী মা। পরবর্তীকালে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে স্থায়ী মন্দির। বর্তমানে সেই মন্দিরেই পঞ্চমুণ্ডির আসনে পূজিত হন সিদ্ধেশ্বরী। মন্দিরের বাঁ দিকে রয়েছে শীতলার একটি প্রাচীন মন্দির, যা এই ধর্মীয় স্থানটির ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।



এই পুজোর অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ হল ঘট তোলার প্রাচীন রীতি। পুজোর দিন পুরোহিত স্থানীয় পুকুর থেকে ঘট নিয়ে আসেন মন্দিরে। পাল পরিবারের সদস্যদের দাবি, এই ঘট আনার সময় পুরোহিত কোনও হাতের সাহায্য ছাড়াই প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মন্দিরে পৌঁছন। বছরের পর বছর ধরে এই বিশেষ নিয়ম মেনে চলে আসছে পুজো। প্রাচীন রীতি মেনে এই পুজোয় ছাগ বলির প্রথাও রয়েছে। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে মূল পুজো অনুষ্ঠিত হলেও আট দিন ধরে মন্দিরে অধিষ্ঠান করেন সিদ্ধেশ্বরী। এরপর স্থানীয় কুমার পুকুরে মায়ের বিসর্জন দেওয়া হয়। এছাড়াও প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে বিশেষ পুজো অনুষ্ঠিত হয়।

দশমাথার মহাকালীর শোভাযাত্রা পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ওড়িশা থেকে ঝাড়খণ্ড তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের আয়োজনে দশমাথার মহাকালীর শোভাযাত্রা ধুমধাম করে পালন করল ইংরেজবাজার ব্যায়াম সমিতি ক্লাব কর্তৃপক্ষ। শনিবার সকাল থেকেই বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র, ঢাক, নৃত্যের মাধ্যমেই মহাকালীর দেবী মূর্তি আনার ব্যবস্থা করা হয়। আর এই মহাকালীর শোভাযাত্রা দেখতেই ইংরেজবাজার শহরের রাস্তার দু'ধারে উপচে পড়ে সাধারণ মানুষের ভিড়। মহাকালীর এই পুজো তন্ত্র মতে করা হয়। পুজোতে পাঁঠা বলি দেওয়ার রীতি রয়েছে। এছাড়াও দেবীর ভোগ হয় শোল মাছের টক দিয়ে।

কথিত আছে, ১৯৩০ সাল, দেশে তখন ইংরেজদের রাজত্ব। সারাদেশের সঙ্গে মালদাতে ও সাধারণ মানুষের ওপর চরম অত্যাচার চালিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। ব্রিটিশ শাসকদের সেই অত্যাচার সহ্য করতে পারছিল না মালদার শহরবাসীও। সেই সময় পুড়াটুলির কিছু মানুষ ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু নানা বিধ অস্ত্রে সজ্জিত বিদেশিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে লাগবে শক্তি আর সাহস। শারীরিক ভাবে নিজেদের সুদৃঢ় করে তুলতে সেই মানুষেরা একটি ব্যায়ামাগার নির্মাণ করেন। একই সঙ্গে নিজেদের মনকে শক্ত করতে শুরু করেন কালীর আরাধনা। শক্তির আরাধনায় তাদের আরাধ্য ছিলেন দশ মাথা মহাকালি। সেই পুজো এখনো হয়ে আসছে। তবে পুড়াটুলি থেকে পুজোর স্থান পরিবর্তন হয়ে এসেছে ইংরেজবাজার শহরের গঙ্গাবাগে।

নদিয়ায় বিজেপির বুথ সভাপতির বাড়িতে দুষ্কৃতী হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: গভীর রাতে বিজেপির বুথ সভাপতির বাড়িতে দুষ্কৃতী হামলা। কালীপুজোর প্রাক্কালে দুষ্কৃতী হামলার ঘটনায় আতঙ্কে বিজেপির তিনটি পরিবার। শান্তিপুর পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ড রামনগর মিস্ত্রিপাড়া লেন এলাকার ঘটনা। ওই এলাকার বাসিন্দা মিহির প্রামাণিকের দাবি, তিনি ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের দীর্ঘদিনের বিজেপির বুথ সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন। গতকাল গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতী তার বাড়ি এবং দাদা তিমির প্রামাণিক ও শিশির প্রামাণিকের বাড়ির গেটের দরজায় প্রথমে লাথি মারে। এরপর অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে প্রাণে মারার হুমকি দেয়।

শুধু তাই নয় বাড়ি লক্ষ্য করে ইট বৃষ্টি পর্যন্ত করে দুষ্কৃতীরা। সেই মতো পরিস্থিতিতে আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়ে যায় তিনটি পরিবারের। মিহির প্রামাণিকের অভিযোগ যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তারা তৃণমূল আশ্রিত। দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি করার কারণে এর আগেও অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে। এবার তার তিনটি পরিবারের উপর হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় শনিবার শান্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে অভিযোগকারী পরিবাররা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

প্রতিমায় শেষ মুহূর্তে তুলির টান বাপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কালীপুজো ও দীপাবলির আর মাত্র দিন দুয়েকের অপেক্ষা। চারদিকে যখন আলোর উৎসবের প্রস্তুতি তুঙ্গে, ঠিক তখনই হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা দু' নম্বর সেক্টরের মৃৎশিল্পীর কর্মশালায় ব্যস্ততার চূড়ান্ত রূপ দেখা গেল। মাখলার প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী বাপি দত্তের হাতে এখন দিন-রাত এক করে চলছে প্রতিমায় শেষ তুলির টান।

শিক্ষা ও শিল্প;এই দুইয়ের অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে শিল্পী বাপি দত্তের জীবনে। তিনি কেবল একজন প্রথাগত মৃৎশিল্পী নন, একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ হয়েও শৈশবের ভালোবাসাকেই বেছে নিয়েছেন জীবিকা ও সাধনার পথ হিসেবে। জানালেন, ছোটবেলা থেকেই মাটির গন্ধ আর ঠাকুর তৈরির প্রতি তাঁর এক অদম্য আকর্ষণ ছিল। হাতেখড়ি শৈশবেই, আর আজ তিনি এলাকার অন্যতম বিশিষ্ট ও প্রশংসিত প্রতিমা শিল্পী।

শিল্পী বাপি দত্তের সবথেকে বড় খ্যাতি তাঁর প্রতিমার 'চোখ আঁকা'-য়। স্থানীয় অধিবাসী থেকে শুরু করে দূর-দূরান্ত থেকে আসা পুজো উদ্যোক্তাদের মতে, তাঁর আঁকা প্রতিমার চোখ যেন কথা বলে। তুলির সূক্ষ্ম টানে মা কালীর ভয়াল অথচ করুণাময়ী রূপ ফুটিয়ে তোলার যে মুন্সিয়ানা তিনি দেখান, তা এককথায় অসাধারণ।



দীপাবলি ও কালীপুজোর ঠিক আগের এই দুই দিন তাঁর কর্মশালায় তিল ধারণের জায়গা নেই। একদিকে শুকোতে দেওয়া প্রতিমা, অন্যদিকে রঙের চূড়ান্ত প্রলেপ। শিক্ষা যে কোনও শিল্পের সৌন্দর্য ও দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারে, তা বাপি দত্তের শিল্পকর্ম দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। আলোর পার্বণে মাখলার এই বিশিষ্ট শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় একের পর এক মৃণ্ময়ী রূপ জীবন্ত হয়ে উঠছে দেবী প্রতিমায়।

SBI

এসবিআই তারকেশ্বর ব্রাঞ্চ (০১৮৬৫)
চাউলপট্টি, পোঃ - তারকেশ্বর
হুগলি-৭১২৪১০,
ই-মেইল আইডি : sbi.01865@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [(রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এ/সি. নং ৩৭৩৭৫৯৩৭৫১১ (সিসি)

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে **১৬.০৪.২০২৬** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন যাতে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স সঞ্জয় সেন, ঠিকানা তারকেশ্বর বিপিআর গেট, পোঃ এবং থানা - তারকেশ্বর, জেলা- হুগলি, পিন ৭১২৪১০, স্বত্বাধিকারী - শ্রী সঞ্জয় সেন, পিতা- প্রয়াত অরবিন্দ সেন, ঠিকানা প্রেমিসেস নং ৪৯, মধ্য চাউলপট্টি, সাহাপুর, পোঃ এবং থানা তারকেশ্বর, জেলা হুগলি, পিন ৭১২৪১০**-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে **৩১.০৩.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী **৮,১৮,৭৭৪.৮৯ টাকা (আট লক্ষ আঠারো হাজার সাতশো চুয়াত্তর টাকা এবং উননব্বই পয়সা)** এবং তার উপর আরও সুদ সহ নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা এবং/অথবা গ্যারান্টার উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং/অথবা গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে **২০২৬ সালের ০৪ঠা নভেম্বর** তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং/অথবা গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন **৩১.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৮,১৮,৭৭৪.৮৯ টাকা (আট লক্ষ আঠারো হাজার সাতশো চুয়াত্তর টাকা এবং উননব্বই পয়সা)** এবং তার উপর আরও সুদের পরিমাণের জন্য **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, তারকেশ্বর ব্রাঞ্চের** চার্জের সাপেক্ষে হবে।

সিকিউরড সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা এবং/অথবা গ্যারান্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

হুগলি জেলার তারকেশ্বর থানা এবং পোস্ট অফিস তারকেশ্বরের সাহাপুরে তারকেশ্বর মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নং - ১৫-এর অধীনে, নতুন খতিয়ান নং ২৩৫২, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৬, আর.এস. খতিয়ান নং ৯-এর অধীনে এল.আর. দাগ নং ৯০৯ এবং ৯০৩, আর.এস. দাগ নং ৫৯৮ এবং ৫৯৫, রে. সা. নং- ১২৯৮, জে.এল. নং ২২, মৌজা - সাহাপুরে কমবেশি **৩.৪৮ শতক বা ২.১১ কাঠা** পরিমাপের ভবন সহ বাস্তু জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **দলিল নং ৩৩৭৪**, বুক নং ১, ভলিউম নং ৭৪, পৃষ্ঠা ৩১৫ থেকে ৩২৪, ২০০৮ সালের জন্য, এ.ডি.এস.আর.ও. হরিপাল, জেলা- হুগলি।

সম্পত্তিটি প্রয়াত অরবিন্দ সেনের পুত্র শ্রী সঞ্জয় সেনের নামে রয়েছে।

সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে : সনৎ পালের বাড়ি দ্বারা, **দক্ষিণে :** ৬ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ রোড এবং বিবেকানন্দ সেন এবং অরবিন্দ সেনের বাড়ি দ্বারা, **পূর্বে :** বিবাস সেনের সম্পত্তি দ্বারা, **পশ্চিমে :** সঞ্জয় সেনের সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখ : ০৪.১১.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : তারকেশ্বর — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৬-এর অধীনে)
আনট্যাগ ফ্যাশনস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পাওনাদারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য

প্রাসঙ্গিক বিবরণ

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	আনট্যাগ ফ্যাশনস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটর নিগমনের তারিখ	০৪/০২/২০১৬
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর নিগমিত/নিবন্ধিত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	**U18101WB2016PTC209554**
৫.	কর্পোরেট ডেটরের নিবন্ধিত কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ের (যদি থাকে) ঠিকানা	১১৩, পার্ক স্ট্রিট, পোদ্দার পয়েন্ট, নর্থ ব্লক, ১০ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ক্ষেত্রে দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	৩০/১০/২০২৬ (০৬/১১/২০২৬ তারিখে এনসিএলটি থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত)
৭.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	৩০/০৪/২০২৭
৮.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসাবে কাজ করা ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	প্রতাপ মুখার্জি IBBI/IPA001/IP-P02515/2021-2022/13851
৯.	বোর্ডে নিবন্ধিত অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনালের ঠিকানা এবং ই-মেইল	২৭এ, ভট্টাচার্য পাড়া রোড, পশ্চিম বড়িশা, পোঃ - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৬৩ pratapmukherjee62@gmail.com
১০.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনালের সাথে যোগা

পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ, প্রতিবাদ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে ফের রাজনৈতিক উত্তেজনা। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি দিলীপ মল্লিকের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের বিরুদ্ধে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মারধর ও মহিলাদের উপর লাঠিচার্জের অভিযোগ উঠল। পুলিশের ভূমিকার প্রতিবাদে সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের বউঠাকুরানী এলাকায় বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। বিক্ষোভে সামিল হন স্থানীয় মহিলারাও।

বিজেপির অভিযোগ, দিলীপ মল্লিকের বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনার সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগ নেই। তা সত্ত্বেও ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মীদের আটক করার চেষ্টা করে পুলিশ। বাধা দিতে গেলে বিজেপির যুব নেতা ত্রিদিব মণ্ডল এবং এক বুথ সভাপতিকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

এমনকী, বিক্ষোভে অংশ নেওয়া মহিলাদের উপরেও পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। মহিলা পুলিশকর্মী ছাড়াই পুরুষ পুলিশকর্মীরা অভিযান চালিয়ে তাঁদের হেনস্থা করেন বলে দাবি বিক্ষোভকারীদের। কয়েকজন মহিলার শাড়ি ও পোশাক ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে।

বিক্ষোভকারী মহিলাদের প্রশ্ন, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার তদন্ত হোক, দোষীদের শাস্তি হোক। কিন্তু সেই ঘটনার সঙ্গে কোনও যোগ না-থাকা সত্ত্বেও বিজেপি কর্মীদের কেন মারধর করা হবে? কেন প্রতিবাদ করতে গিয়ে মহিলাদের পুলিশের লাঠির মুখে পড়তে হবে? এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি। রাজনৈতিক সংঘাতের আবহে সন্দেশখালিতে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। যদিও পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।



বাঁকুড়া লক্ষাতোড়া মহাশ্মশানে পুজোর উদ্বোধনে অনুষ্ঠানে খুদে কালী। *ছবি: প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়*

বিজয়ার মিলনমেলায় সৌহার্দ্যর বার্তা বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: শারদোৎসবের আনন্দ ও উৎসবের রেশ কাটিয়ে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় এবং সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো আরামবাগ বিধানসভার বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান। শনিবার বিকেলে আরামবাগের রবীন্দ্রভবনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই বিজয়া সম্মিলনীতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে শুরু করে প্রশাসনিক আধিকারিক, শিক্ষাজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুড়শুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ, আরামবাগ থানার আইসি সমিত তালুকদার, আরামবাগের বিডিও সন্দীপ পাঠক, আরামবাগ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র রায়-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সামাজিক সম্প্রীতি এবং এলাকার উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও অনুষ্ঠানে আলোচনা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ বলেন, বিজয়া সম্মিলনী শুধুমাত্র শুভেচ্ছা বিনিময়ের অনুষ্ঠান নয়, এটি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করার এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলার একটি সুন্দর উপলক্ষ। দুর্গাপুজো আমাদের মিলনের উৎসব। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলার বার্তাই দেয় এই উৎসব।

পুড়শুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, আরামবাগের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সকলের সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি। জনপ্রতিনিধি হিসেবে মানুষের পাশে থাকা এবং এলাকার মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হওয়াই আমার প্রধান লক্ষ্য। সামাজিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব। এই ধরনের অনুষ্ঠান মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য আরও বাড়িয়ে তোলে।

ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে মরিয়া কদমা শিল্পীরা



সুজিত ভট্টাচার্য ● বুদবুদ

অন্যান্য জায়গার মতো পূর্ব বর্ধমান জেলার মানকর গ্রামেও মহাধুমধামে কালী পুজোর আয়োজন হয়ে আসছে বহু দিন ধরে। কালীকে দেওয়া হত ফলের সঙ্গে কদমা। ধীরে ধীরে এই কদমার চাহিদা বাড়তে থাকে মানকর গ্রামে। মানকরের কয়েকজন মিষ্টি প্রস্তুতকারী এই কদমা তৈরি শুরু করেন। তবে তাঁরা কোনোরকম রাসায়নিক প্রয়োগ ছাড়াই চিনি ফুটিয়ে তার মধ্যে ছানার জল দিয়ে কদমা তৈরি করতে শুরু করেন। আর তা থেকেই মানকরের কদমার জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, এই মানকর গ্রামে নামী ছোট, বড় মিলে প্রায় ১৩৮টি কালীপুজো হয়। আর পুজোয় মা কালীকে কদমা দেওয়া আবশ্যক। তাই কদমা প্রস্তুতকারীদের কাছে কদমার ভালোই বরাত এসেছে এবার। মানকর হাটতলায় কদমা প্রস্তুতকারী হারাধন কর জানিয়েছেন, প্রায় ৬০ বছর ধরে তিনি এই কদমা তৈরি করে আসছেন, আগে তাঁর বাবা এই কদমা তৈরি করতেন, তাঁর কাছে শিখে এখন তিনিও এই কদমা তৈরি করছেন। তিনি আরও জানান, মানকরের কদমার বৈশিষ্ট্য হল এই কদমা আকারে একটু গোল হয়। অর্থাৎ ভেতরে ফাঁপা হয়। বাজারে যেসব কদমা পাওয়া যায়। সেই কদমা ক্রেতাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে যাতে সাদা হয়, তাই রাসায়নিক প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু মানকরের কদমা চিনি ফুটিয়ে তাতে ছানার জল মিশিয়ে তৈরি করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই পদ্ধতিতেই তাঁরা শিখে এসেছেন এবং আগামী প্রজন্ম এই একইভাবে কদমা তৈরি করে যাবে। মানকর থেকে কদমা বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিভিন্ন রাজ্যেও যায়। একটা সময় বিদেশেও এই কদমা রপ্তানি হত। তবে এখন সেইভাবে বরাত পাওয়া যায় না। বর্তমানে চিনির দাম অনেক। সেই অনুপাতে আগের মতো চাহিদা নেই। দাম শুনেই অনেকে নিতে চায় না।

মানকরের বাসিন্দা জয় গোপাল দে জানিয়েছেন, 'মানকরের এই কদমা তাঁদের মানকরবাসীর কাছে একটা গর্বের বিষয়। এই কদমা মানকরের একটা ঐতিহ্য। কালী পুজো মানেই দেবী কালীকে মানকরের কদমা দেওয়া হয়। বহু যুগ ধরে চলে আসছে এটা। বর্ধমানে যেমন মিহিদানা সীতাভোগ বিখ্যাত। তেমন মানকরে কদমা বিখ্যাত। বহুদূর থেকে মানুষ এই মানকর গ্রামে আসেন কদমা নিতে।'

মানকর হাটতলা মোড়ের মিষ্টি ব্যবসায়ী কার্তিক দে জানিয়েছেন, এ বছর মানকরে কদমার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। প্রতিবছর মানকরে প্রচুর কালীপুজো হয়। এবছর ১৫, ১৬,১৭ ১৮ কিলো ওজনের কদমার বরাত পেয়েছেন তিনি। সেইমতো কারিগর দিয়ে সেই কদমা তৈরি করে প্রস্তুত রেখেছেন। এছাড়াও ছোট ছোট কদমাও আছে। যেগুলো প্রসাদের সঙ্গে দেওয়া হয়। চিনির দাম যতই বাড়ুক না কেন, নিয়ম পালন করতে মানকরে কদমা তৈরি হবেই।

বর্ধমানের 'ফৌজদারি কালী'

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: সাধারণ বিসর্জনের শোভাযাত্রা থেকে তৈরি হয়েছিল ফৌজদারি মামলা, যা গড়িয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। ব্রিটিশ সেনার চোখরাঙানি আর প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞাকে হেলায় উড়িয়ে ১৯৪৫ সালের সেই ঐতিহাসিক আন্দোলনের স্মৃতি আজও অমলিন পূর্ব বর্ধমানের মাটিতে। স্থানীয় রাজরাজেশ্বর শিবতলা লেনের সাধারণ বাগদি সম্প্রদায়ের সাহসিকতা এবং পাঁচ সমাজসেবীর আইনি জয়ের ইতিহাস বহন করে আজও বর্ধমানে আরাধ্যা দেবী পূজিত হচ্ছেন 'ফৌজদারি কালী' নামে।

১৯৪৫ সাল, দেশ তখন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। স্বাধীনতার মাত্র দু'বছর আগে হঠাৎই তৎকালীন ব্রিটিশ পুলিশ প্রশাসন ধর্মীয় আবেগ ও জনসমাগম রুখতে কালীপ্রতিমার শোভাযাত্রা ও নিরঞ্জনের ওপর চরম নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তবে ব্রিটিশ শক্তির এই অগণতান্ত্রিক ফরমানের সামনে মাথা নত করতে রাজি ছিলেন না বর্ধমানের প্রতিবাদী তরুণরা। সমাজসেবী শ্রীকুমার মিত্র এবং টোগো (অজিত সরকার)-সহ পাঁচ জন নির্ভীক যুবক এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং রাজপথে নামার সিদ্ধান্ত নেন।

প্রতিবাদের জন্য একটি প্রতিমার প্রয়োজন থাকলেও গ্রেফতারি ও পুলিশি অত্যাচারের ভয়ে শহরের কোনও গৃহস্থ পরিবার বা পুজো কমিটি এগিয়ে আসেনি। সেই চরম সংকটময় মুহূর্তে অসীম সাহসের পরিচয় দেন রাজরাজেশ্বর শিবতলা লেনের বাগদি সম্প্রদায়ের মানুষজন। পুলিশের ভয় উপেক্ষা করে তাঁরা নিজেদের আরাধ্যা দেবীপ্রতিমা তুলে দেন আন্দোলনকারীদের হাতে।

সুসজ্জিত প্রতিমা নিয়ে শহরের রাজপথে নামেন প্রতিবাদীরা। কিন্তু মিছিলটি যখন বর্ধমান রাজবাড়ির উত্তর ফটকের সামনে পৌঁছয়, তখন বিশালাকার পুলিশ বাহিনী এসে তাদের পথ আটকায়। চরম উত্তেজনার আবহেই শেষ পর্যন্ত দেবীর বিসর্জন সম্পন্ন হয়। তবে নিরঞ্জনের পরপরই আন্দোলনকারী তরুণদের গ্রেফতার করে ব্রিটিশ পুলিশ এবং তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়।

শুরু হয় এক ঐতিহাসিক আইনি যুদ্ধ। বর্ধমান নিম্ন আদালত থেকে শুরু হয়ে সেই মামলা পৌঁছায় কলকাতা হাইকোর্টে। আইনি লড়াই শেষে মামলাকারীদের পক্ষে ঐতিহাসিক রায় দেয় হাইকোর্ট। জয় হয় প্রতিবাদের, পরাজিত হয় ব্রিটিশ প্রশাসন। মামলা জয়ের সেই ঐতিহাসিক স্মৃতিতেই পরবর্তীতে এই পুজোর নামকরণ হয় 'ফৌজদারি কালী'।

আজও প্রাচীন সেই নিয়ম মেনেই কাঁধে চেপে বিসর্জনে যান দেবী। শহরের মানুষের কাছে দেবী ফৌজদারি কালী কেবল ভক্তির আধার নন, পরাধীন ভারতে অধিকার আদায় ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর এক অমলিন প্রতীক।

ফের চুরি, সিসিটিভিতে মুখোশধারী দুষ্কৃতীদের ছবি



নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রানিগঞ্জ থানার অন্তর্গত ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের জিরাডাঙা এলাকায় অবস্থিত কমলা ধাম সোসাইটিতে ফের চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ধনতেরাসের রাতে ৪ থেকে ৫ জন মুখোশধারী দুষ্কৃতী সোসাইটির তিনটি ফ্ল্যাটে চুরির ঘটনা ঘটায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোসাইটির বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চুরির সময় সোসাইটির এক বাসিন্দার নজরে কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তির গতিবিধি আসে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিষয়টি অন্যান্য বাসিন্দাদের জানান। এরপর কয়েকজন বাসিন্দা সোসাইটির নিরাপত্তারক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন। সেখানে গিয়ে তাঁরা জানতে পারেন, সোসাইটির তিনটি ফ্ল্যাটে চুরির ঘটনা ঘটেছে।

এই ঘটনার পর ফ্ল্যাটের মালিকরা সোসাইটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন। অন্যদিকে, ফ্ল্যাটে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে কয়েকজন সন্দেহভাজন মুখোশধারী দুষ্কৃতীর ছবি ধরা পড়েছে। ফুটেজে তাদের হাতে চুরির কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জামও দেখা গিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে রানিগঞ্জ থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করা এবং তাদের সন্ধান চালানোর চেষ্টা করছে পুলিশ।

কমলা ধাম সোসাইটিতে বারবার চুরির ঘটনা সামনে আসায় এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। আবাসনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে দুষ্কৃতীরা পরপর তিনটি ফ্ল্যাটে চুরির ঘটনা ঘটাল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বিপ্লবী থেকে ডাকাতদের আড্ডা কালীমন্দিরটি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের বিলাসবহুল অম্বুজা নগরীর মধ্যে রয়েছে প্রাচীন ভারত মাতার মন্দির। আগে এখানে ছিল ঘন জঙ্গল ডাকাতের উপদ্রব, মানুষ ভয়ে আসতেন না এখানে। কিন্তু ছিল একটি প্রাচীন ভগ্নপ্রায় মন্দির। সেই মন্দিরই ভারত মাতার মন্দির। এই মন্দিরে কালী ভারতমাতা রূপে পূজিত হন এবং এই কালীপুজো হয় বন্দেমাতরম মন্ত্র উচ্চারণ করে, বিপ্লবীরা সুড়ঙ্গ পথে এই মন্দিরে আসতেন বলে লোকোমুখে জানা যায়। তখন পাল ও সেন বংশের আমল বাংলায়। এই মন্দিরকে অনেকে ভবানী পাঠকের মন্দির বলেও অভিহিত করে থাকেন।

মন্দিরের সেবাইত জানান, এখানে তাদের পূর্বপুরুষেরা তাদেরকে বলেছেন গভীর জঙ্গলে ভরা দুর্গাপুর শহরের সিটি সেন্টারের এই অম্বুজা নগরীর মধ্যেই ছিল এই প্রাচীন কালীমন্দির। মন্দিরের পিছনে সারিসারি বট অশ্বত্থ গাছের পেছনে ছিল একটি বৃহৎ জলাশয়। ভবানী পাঠক দেবী চৌধুরানী সমস্ত ডাকাতেরা এখানে এসে কালীর পুজো দিয়ে তারপরে তাদের কাজে বেরতেন। ঠিক তেমনি বিভিন্ন বিপ্লবীদের যাতায়াত ছিল এই মন্দিরে। তারাই মন্দিরে মায়ের পুজো করে দেশ ভক্তির এবং দেশকে স্বাধীন করার কাজে বেরতেন। বিপ্লবীদের দেশের স্বাধীনতার জন্য নানান প্ল্যান করার আখড়া ছিল এই কালীমন্দির। সেই সময় বাংলায় পাল এবং সেন বংশের আমল। বেশ কয়েকটি সুরঙ্গ পথের মাধ্যমে যেমন ডাকাতরা আসতো তেমনি আসতো বিপ্লবী রাও। সকলেই নিষ্ঠা ভোরে বন্দেমাতারাম মন্ত্রে পুজো দিতেন মাকে। আজও সেই বন্দেমাতরম মন্ত্রের মাধ্যমেই মা পূজিত হন দিনে ও রাতে। অন্যান্য জায়গার মতো কালীপুজোর দিন এখানে কালীপুজো হয় না তার ঠিক আগের দিন ভূত চতুর্দশীর রাতে শুরু হয় কালীপুজো। দুর্গাপুর ছাড়াও অন্যান্য জেলা ও রাজ্য থেকে মানুষ আছেন এই ভারত মাতার মন্দিরে। ভারত মাতা রূপে মা কালীকে দেখে মানুষের মধ্যে এক অন্য অনুভূতির সৃষ্টি হয় পুজো চলাকালীন। মন্দিরের সেবাইত বলেন সারা দেশে হয়তো দুর্গাপুরে এই একটি মাত্র ভারত মাতার মন্দির রয়েছে যেখানে মা কালীকে বন্দে মাতরম মন্ত্রে পূজা করা হয়। তবে তাদের এটাও আক্ষেপ, এখানে এখনও পর্যন্ত নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী তো দূরঅস্ত বিধায়কও আসেননি।

রোমহর্ষক ইতিহাসের সাক্ষী 'বিদ্যাসুন্দর কালী'

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাজপ্রাসাদের প্রাচীর টপকে প্রণয় আর মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অলৌকিক অন্ধকারের গ্রাসে দুই প্রেমিকের চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার রোমহর্ষক ঘটনা আজও শিহরণ জাগায়। মহারাজা তেজচাঁদের আমলের এক ভয়াল নরবলি প্রথার অবসান এবং রাজকুমারী বিদ্যা ও পুরোহিত সুন্দরের অমর প্রেমের স্মৃতিবিজড়িত পূর্ব বর্ধমানের তেজগঞ্জের ঐতিহাসিক 'বিদ্যাসুন্দর কালীমন্দির' আজও রহস্যের চাদরে মোড়া। লোককথা ও বাস্তব ইতিহাসের মেলবন্ধনে তৈরি এই মন্দিরের গল্প স্থানীয় মানুষের মুখে মুখে ফেরে। ইতিহাসের পাতা ও প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী, একসময় দামোদর নদ সংলগ্ন তেজগঞ্জ এলাকাটি বর্তমানের মতো জনবহুল ছিল না। মহারাজা তেজচাঁদের রাজত্বকালে ওই অঞ্চলটি ছিল এক গহীন, নিস্তব্ধ ও ভয়াল জঙ্গলে ঘেরা। সেই ঘন অরণ্যের বুকেই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল 'দক্ষিণ শ্মশানকালী মন্দির'। লোককথা অনুসারে, তৎকালীন সময়ে দেবীকে সন্তুষ্ট করার নামে ওই মন্দিরে নরবলি দেওয়ার বিভীষিকাময় প্রচলন ছিল।

কষ্টি পাথরে খোদাই কঙ্কালেশ্বরী কালী



নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ঐতিহাসিক শিল্পকলা ও আধ্যাত্মিক চেতনার অপূর্ব মেলবন্ধন পূর্ব বর্ধমান শহরের কাঞ্চননগরের ঐতিহ্যবাহী কঙ্কালেশ্বরী কালী মন্দির। স্থানীয়দের কাছে ইনি 'কঙ্কালেশ্বরী দেবী' নামেই পরিচিত। কথিত আছে, প্রায় দু'শো বছর আগে দামোদর নদের বালি তোলার সময় এই দেবী মূর্তিটি অলৌকিকভাবে উদ্ধার হয়েছিল। পরবর্তীতে কাঞ্চননগরের বাসিন্দা শম্ভুনাথ সেনগুপ্ত ও স্থানীয় ভক্তদের উদ্যোগে মন্দিরটি নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

মন্দিরের মূল আকর্ষণ হলো আটটি হাতবিশিষ্ট কালো কষ্টিপাথরের তৈরি মহাকালী মূর্তি। প্রাচীন ভাস্কর্য শিল্পের এক অনন্য নিদর্শন এই বিগ্রহ। দেবী মূর্তির অঙ্গসংস্থান ও খোদাই শৈলী অত্যন্ত সূক্ষ্ম। দেবীর শরীরে প্রতিফলিত হয়েছে মানুষের অস্থি-কঙ্কালের পুঙ্খানুপুঙ্খ গঠন। প্রতিমাটির বুকের ছাতি, পাঁজরের হাড়, এমনকি ধমনী ও শিরা পর্যন্ত পাথরের বুকে চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রাচীন চামুণ্ডা রূপের এমন সূক্ষ্ম কষ্টিপাথরের খোদাই কাজ বিরল। মূর্তিবিদদের একাংশের মতে, এটি পাল বা সেন যুগের কোনও অত্যন্ত উচ্চমানের শিল্পকর্ম দামোদরের গর্ভে তলিয়ে গিয়েছিল।

কঙ্কালেশ্বরী দেবী কাঞ্চননগর তথা সমগ্র বর্ধমানবাসীর কাছে অত্যন্ত জাগ্রত দেবী হিসেবে পূজিত। প্রতিদিন দূর-দূরান্ত থেকে প্রচুর ভক্ত দেবীর দর্শনে ও পুজো দিতে কাঞ্চননগরে আসেন। বছরের অন্যান্য সময়ের পাশাপাশি শ্যামাপূজা ও কার্তিক অমাবস্যায় এখানে বিশেষ উৎসবের আয়োজন করা হয়। সেই সময় মন্দির চত্বর আলোয় সেজে ওঠে এবং দূর-দূরান্ত থেকে আসা পুণ্যার্থীদের সমাগমে মুখরিত হয়।

বুড়াকালী মন্দিরে পুজোর প্রস্তুতি পরিদর্শনে বিধায়ক



নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দীপান্বিতা অমাবস্যা উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী কালীমন্দিরের পাশাপাশি প্রস্তুত বালুরঘাটের বিখ্যাত ও প্রাচীন বুড়াকালী মন্দির। আত্রেয়ী নদীর উপকূলে অবস্থিত বালুরঘাট শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে সর্বজনবিদিত বুড়াকালী মাতা। দেবীমাতার এই বিশেষ পুজোকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই মন্দির প্রাঙ্গণে ও সংলগ্ন এলাকায় উৎসবের মেজাজে তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

পুজোর সার্বিক প্রস্তুতি, নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে মন্দিরে এক বিশেষ আলোচনা বৈঠক করেন শ্রীশ্রী বুড়াকালী মাতা পুজো সমিতির সভাপতি তথা বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায়। তিনি পুজো কমিটির নতুন সদস্যদের সঙ্গে সার্বিক আয়োজন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পুজোর দিন ভক্তদের আসা-যাওয়া যাতে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন হয়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকাও দেন তিনি।

প্রতিবছরের মতো এবারও দেবীর ভোগ রান্না এবং ভক্তদের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী 'হাঁড়ি ভোগ' বিতরণের বিশেষ আয়োজন থাকছে। অমাবস্যার দিন দূর-দূরান্ত থেকে আসা পুণ্যার্থীদের প্রতিমা দর্শন ও প্রসাদ বিতরণ পর্ব যাতে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়, তার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। ভোগ রান্না থেকে শুরু করে ভক্তদের হাতে হাঁড়ি ভোগ পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজ তদারকির জন্য কমিটির সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

গোরু-মহিষ উদ্ধার অভিযানে ধৃত তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গভীর রাতে গোরুবোঝাই গাড়ি আটক ইন্দাস থানা এলাকায়, উদ্ধার ১৯টি গোরু ও একটি মহিষ, গ্রেপ্তার ৩। অবৈধ কারবারের বিরুদ্ধে সক্রিয় অভিযান চালাচ্ছে বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার পুলিশ। এবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে অবৈধ ভাবে গবাদি পশু পাচারের অভিযোগে একটি গাড়ি সহ তিনজনকে হাতেনাতে আটক করল পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইন্দাস স্টেশন রোড এলাকায় গভীর রাতে একটি গাড়িতে অবৈধভাবে গবাদি পশু বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ইন্দাস থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে গাড়িটিকে আটক করে। ঘটনার পর উদ্ধার হওয়া গবাদি পশুগুলিকে উদ্ধার করে ইন্দাস থানায় নিয়ে আসা হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, গোরুবোঝাই গাড়িটি বাঁকুড়া থেকে পূর্ব বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিল। এই ঘটনায় পুলিশ রবিউল মোল্লা, বাহারুল মোল্লা এবং আক্কাত আলি মোল্লা নামে তিনজনকে আটক করে। পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য ধৃতদের বিষ্ণুপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।

ভোগে সিদ্ধ মাংস-মদ-চ্যাং মাছ পোড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, মানকর: পূর্ব বর্ধমান জেলার বুদবুদের মানকর গ্রামে ভট্টাচার্য বাড়ির বড় কালীর পুজোর আয়োজন করা হয়েছে সাড়ম্বরে। এই বাড়ির পুজো এবার ৭০০ বছরে পদার্পণ করল। এই পুজো ভট্টাচার্য বাড়ির পুজো হলেও, বর্তমানে এই পুজোয় গোটা গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। পুজোর প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দ গোস্বামী। প্রায় ৭০০ বছর আগে রামানন্দ গোস্বামী মানকরে আসেন। রামানন্দ গোস্বামীর ইচ্ছা ছিল, সে দেবী কালীর মন্দির তৈরি করে সেখানে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি থাকতেন বুদবুদের মারো গ্রামে। সাধনা করার জন্য তিনি মানকরে শ্মশানে জঙ্গলে আসেন। সেখানে পঞ্চমুণ্ডের আসন তৈরি করে সাধনা করেন। সেখানেই সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন তিনি। এরপরেই দেবীর মন্দির গড়ে তুলে সেখানে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করতে চান তিনি। তিনি জানতে পারেন, দেবীর প্রতিষ্ঠা করতে গেলে একটা প্রাণের আহুতি দিতে হবে। কারও জীবন দিয়ে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করতে চান না রামানন্দ গোস্বামী। তাই তিনি দেবীকে প্রতিষ্ঠা করতে জীবন্ত অবস্থায় সমাধিস্থ হন। তাঁর সেই সমাধির ওপর গত ৭০০ বছর ধরে দেবীর মূর্তি তৈরি করে সেখানেই দেবীর পূজার্চনা হয়।



যেদিন থেকে পুজোর সূচনা হয়েছিল সেদিন থেকে যে শিল্পী এই দেবীর মূর্তি তৈরি করেছিলেন, সেই শিল্পীর বংশধররাই এই দেবীর মূর্তি তৈরি করে আসছেন। পুজোর ভোগ রান্নায় রয়েছে ভিন্ন পদ। এখানে রয়েছে বলিপ্রথা। প্রচুর পাঁঠা বলি হয় এখানে। সেই বলির আধ সিদ্ধ করা পাঁঠার মাংস এবং কারন (মদ) ভোগ দেওয়ার প্রথা রয়েছে এখানে। এছাড়াও ভোগের সঙ্গে পাঁচ রকম ভাজা, পাঁচমিশালী ডাল, শাক, বড়ি পোস্ত, দাঁত খোঁচানোর

কাঠি, চ্যাং মাছ পোড়া দেওয়া হয়। এছাড়াও থাকে ভোগের সঙ্গে মাছ। সমস্ত পাঁঠার মাংস রান্না হয় মন্দিরের পাশেই। খিচুড়ি ভোগের সঙ্গে গ্রামের মানুষকে তা বিতরণ করা হয়। দেবীর বিসর্জনেও রয়েছে প্রাচীন রীতি। এখানে শোভাযাত্রা বের হয় না। তবে দেবীকে মাচা বানিয়ে কাঁধে চাপিয়ে গোটা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে গ্রামের শেষ প্রান্তে পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয়।

একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা জানালেন দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: গ্রামীণ এলাকায় পর্যটনের বিকাশ, দিঘি সংস্কার, জব কার্ড যাচাই এবং পঞ্চায়েত কর্মীদের অধিকার রক্ষা নিয়ে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, পঞ্চায়েত এলাকার অব্যবহৃত ও মনোরম জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলোর সৌন্দর্যায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে সামগ্রিক কাজ এগিয়ে চলছে।

মন্ত্রী উদাহরণ দিয়ে জানান, কাঁচরাপাড়া থেকে হরিণঘাটার দিকে যাওয়ার ফ্লাইওভারের পাশে একটি সুবিশাল দিঘি দীর্ঘদিন ধরে মজে রয়েছে। সেই দিঘিটি পুনর্খনন করে পাড় বাঁধানো, বৃক্ষরোপণ এবং ফুটপাথ তৈরি করে সাধারণ মানুষের জন্য পিকনিক ও ভ্রমণের কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে, যা পরবর্তীকালে পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

রাজ্যে জব কার্ড বাতিলের প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, রুজিরুটির সন্ধানে বাইরে কাজ করতে গেলেও কারও কার্ড বাতিল হবে না। যাঁর বৈধ নথিপত্র রয়েছে এবং যিনি প্রকৃত অর্থে যোগ্য, তিনি কাজ করুন বা না করুন তাঁর কার্ড বহাল থাকবে। শুধুমাত্র যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে এবং যাঁদের বাস্তবে কোনও অস্তিত্ব নেই কিংবা কোনোদিন নথিপত্র নিয়ে হাজির হননি, কেবল তাঁদের নামই তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছে।

দূষণের মাত্রায় ‘শ্বাসরুদ্ধ’ দিল্লি, আতঙ্কে প্রহর গুনছে রাজধানীবাসী



নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর: দিল্লির দূষণমাত্রা প্রতি দিনই খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে। কোনও কোনও জায়গায় দূষণ ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে। দীপাবলির রাতে কী পরিস্থিতি হতে পারে রাজধানীর, তা ভেবেই আতঙ্ক বাড়ছে সেখানে। ঘটনাচক্রে, শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এই সংক্রান্ত একটি মামলা চলাকালীন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের কটাক্ষ, ‘আবহাওয়াটা উপভোগ করছেন নিশ্চয়ই?’

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (সিপিসিবি) তথ্য অনুযায়ী, শনিবার সকালে রাজধানীর বাতাসের সার্বিক গুণগত মানের সূচক ছিল ৩৬৬। যা ‘অত্যন্ত খারাপ’ পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। শুধু তা-ই নয়, দিল্লির দূষণ পর্যবেক্ষণকারী ২২টি কেন্দ্রেই দূষণমাত্রা অত্যন্ত ভয়ানক পর্যায়ে পৌঁছেছে। ওই কেন্দ্রগুলিতে বাতাসের গুণগত মানের সূচক (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই) ৪০০ ছুঁয়ে ফেলেছে। কোথাও আবার ৪০০ পার করে গিয়েছে।

সিপিসিবি-র তথ্য বলছে, দূষণমাত্রা পর্যবেক্ষণকারী ২৯টি কেন্দ্রে দূষণমাত্রা ‘খুব খারাপ’ (একিউআই ৩০০)। আটটি কেন্দ্রে একিউআই ‘খারাপ’ (২০০-র উপরে) পর্যায়ে রয়েছে। শুধু দিল্লি নয়, এনসিআরেও দূষণের ছবিটা ভয়াবহ।

দিল্লি এবং এনসিআরে দূষণ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি স্কুলগুলিকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সপ্তাহের কয়েকটা দিন অফলাইনে, কয়েকটা দিন অনলাইনে ক্লাস করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সরকারি এবং বেসরকারি অফিসগুলিতেও ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’-এর বিষয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে।

প্রতি বছরই দিল্লির দূষণের ছবিটা শীতের শুরু থেকেই বদলাতে শুরু করে। দুই পড়শি রাজ্য হরিয়ানা এবং পঞ্জাবে শস্যের গোড়া পোড়ানোকেই দূষণের জন্য দায়ী করে আসছে দিল্লি। যদিও দুই রাজ্য বার বারই দাবি করে, দিল্লির দূষণে তাদের কোনও হাত নেই। এ নিয়ে বেশ কয়েকটি মামলাও হয়েছে। শস্যের গোড়া পোড়ানো নিয়ে দুই রাজ্যকে প্রতি বছরই সতর্কও করা হয়। কিন্তু তার পরেও ছবিটা বদলায়নি। ফলে শীতের মরশুম শুরু হতেই দূষণে জেরবার হয়ে ওঠে দিল্লি।

দূষণ পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে পৌঁছচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে জিআরএপি (গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান) চালু করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই জিআরএপি-র তৃতীয় পর্যায় বলবৎ করা হয়েছে। বাতাসের গুণগত মানের সূচক যদি ৪০০ পার করে যায়, তখন জিআরএপি-র তৃতীয় পর্যায় জারি করা হয়। এটির চারটি পর্যায় রয়েছে।

ভোটের উত্তরপ্রদেশে দীপাবলির উপহার যোগী আদিত্যনাথের



লখনউ, ৭ নভেম্বর: আগামী বছর উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে সরকারি কর্মীদের মন পেতে দীপাবলির উপহার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের। এক ধাক্কায় মহার্ঘ ভাতা ৫ শতাংশ বাড়িয়ে ৫৮ শতাংশ থেকে ৬৩ শতাংশ করা হয়েছে। শনিবার এই ইস্যুতে নির্দেশিকা জারি করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। যেখানে বলা হয়েছে, রাজ্য সরকারি কর্মীদের পাশাপাশি এই সুবিধা পাবেন সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা। যোগী সরকারের তরফে বলা হয়েছে, আগামী ১ জুলাই ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে নতুন হারের এই ডিএ। বর্ধিত ডিএ পাওয়া যাবে নভেম্বরের বেতনের সঙ্গে। জুলাই থেকে অক্টোবর, এই ৪ মাসের বকেয়া বা এরিয়ারস সরাসরি হাতে পাবেন না কর্মীরা। এটা জমা হবে প্রভিডেন্ট ফান্ডে। বকেয়া টাকার পাওয়ার বিষয়ে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, জিপিএফ-এর আওতায় যারা রয়েছেন তাঁদের বকেয়া টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্টে জমা হবে আয়কর ও সারচার্জ কেটে। যা ১ নভেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া তোলা যাবে না। এছাড়া এনপিএসের আওতায় যারা রয়েছেন, তাঁদের বকেয়ার ১০ শতাংশ যাবে টায়ার-১ পেনশন অ্যাকাউন্টে। সঙ্গে রাজ্য সরকার নিয়োগকর্তা হিসাবে আরও ১৪ শতাংশ দেবে। আগামী ১ জুলাই ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে নতুন হারের এই ডিএ। বর্ধিত ডিএ পাওয়া যাবে নভেম্বরের বেতনের সঙ্গে। এদিকে দীপাবলির আগে উত্তরপ্রদেশ সরকারের এই ঘোষণা রাজনৈতিকভাবেও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আগামী বছর উত্তরপ্রদেশে রয়েছে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এই ঘোষণা সরকারি কর্মীদের মন জয়ের চেষ্টা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

আমেরিকায় গ্রেপ্তার গ্যাংস্টার হ্যারি বক্সার, দেশে ফেরানোর চেষ্টা কেন্দ্রের



নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর: কুখ্যাত গ্যাংস্টার হরিচাঁদ জাট ওরফে হ্যারি বক্সারকে আমেরিকাকে থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগ, বিদেশে বসেই লরেন্স বিশ্নোই গ্যাংকে তোলাবাজির ব্যবসায় সাহায্য করতেন তিনি। বলিউডের পরিচালক রোহিত শেট্টির মুম্বইয়ের বাড়িতে হামলা হওয়ার পর থেকেই তাঁর উপর নজর রেখেছিল ভারতের নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। উত্তর আমেরিকায় বসে বিশ্নোই গ্যাংয়ের হয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতের তারকাদের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছেন বিগত কয়েক বছরে। এর আগেও চলতি বছরের জানুয়ারিতে তাঁকে আটক করা হয়েছিল। পরে ছেড়েও দেওয়া হয়। এ বার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে রোহিত শেট্টির বাড়িতে হামলার অভিযোগে। তদন্তকারীদের তরফে জানানো হয়েছে, বলিউড পরিচালকের বাড়ির বাইরে গুলি ছোড়ার ঘটনার সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগ রয়েছে। ঘটনার পরেই সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে বলিউডের বিশিষ্ট তারকাদের হুমকি দেন তিনি। তোলাবাজি ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তাঁর বিরুদ্ধে খুন-জখমের একাধিক মামলা রয়েছে। হ্যারির বাড়ি রাজস্থানের নয়নপুর গ্রামে। জয়পুরে মুষ্টিযুদ্ধ প্রশিক্ষক হিসেবে একসময় নাম করেছিলেন। সেই থেকেই তাঁর নামের সঙ্গে বক্সার উপাধিটি জুড়ে যায়। ২০২২ সালে প্রশিক্ষণ ও খেলাধুলা ছেড়ে তিনি মার্কিন মুলুকে পাড়ি দেন। সেখানেই অপরাধজগতের সঙ্গে তাঁর পরিচয়।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
Assistant Engineer, P.W.Dte, North Kolkata Health Sub-Division-II, online E-tender are follow / follows. NIT NO., ID & Last Dt. WBPWD/AE/NKHSD-II/NIT-09e/26-27. 2026_WBPWD_5084603_1. 23.11.2026 at 01:00 p.m. Detail information will be obtained from the website http://etender.wb.nic.in
Sd/- Assistant Engineer, P.W.D, North Kolkata Health Sub-Division-II.
ICA- T19823(1)/2026

DUBRAJPUR DEVELOPMENT BLOCK
DUBRAJPUR BIRBHUM
Abridged Notice Inviting Tender
Tender Notice No - 20/DDB/2026
Memo No - 2632/DDB/2026 Dated-05/11/2026
Block Development Officer, Dubrajpur Development Block invites Tenders for 15(Fifteen) nos of work closed on 23.11.2026 at 06.55 PM. Detailed information including downloading and uploading time are available from the website tenders.wb.gov.in
Sd/-
Block Development Officer
Dubrajpur Development Block
Dubrajpur, Birbhum

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:-04/EN/SB/2026-2027, (FUND-SBM(G))(Sl No 01 to 02) Dated:-03/11/2026. The last date of online submission of tender is 10/11/2026 upto 14:00 hours. For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-
Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:-03/EN/SB/2026-2027, (FUND-SSM)(Sl No 01 to 02) Dated:-03/11/2026. The last date of online submission of tender is 17/11/2026 upto 14:00 hours. For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-
Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:-05/EN/SB/2026-2027, (FUND-15th FC) (SI No 01 to 10) Dated:-03/11/2026. The last date of online submission of tender is 10/11/2026 upto 14:00 hours.
SD/-
Executive Officer
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi, Murshidabad

Office of the
Block Development Officer
Nabagram, Murshidabad
You are requested to publish the enclosed e-Tender notice of this office in a daily esteemed news paper (in District page) like Sangbad Pratidin in Bengali, English and Hindi language.
Payment will be made after production of bill in duplicate with original News Paper/Paper cutting.
Sd/- Block Development Officer
Nabagram Development Block

NOTICE
Executive Engineer, Berhampore Division - I, P.W.Dte invites offline short Notice Inviting Quotation No.- 21 of 2026-2027 for Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 1(One) location of Saktipur Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing Bye Elections to the 70- Rejinagar Assembly Constituency under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division - I.
Last date and time for receipt of application for Quotation documents is 09/11/2026 upto 01.00 PM.
Last date and time of issuance of Quotation documents is 09/11/2026 upto 02.00 PM.
Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope is 09/11//2026 upto 02.30 PM.
Opening of financial bid on 09/11/2026 at 03.00 PM.
Sd/-
Executive Engineer, Berhampore Division-I, P.W.Dte

হোয়াইট হাউসে দীপাবলি উদযাপন
হনুমান চালিশা উপহার পেলেন ট্রাম্প



ওয়াশিংটন, ৭ নভেম্বর: হোয়াইট হাউসে দীপাবলি উদযাপনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। উপস্থিত ছিলেন তাঁর প্রশাসনের ভারতীয় বংশোদ্ভূত আধিকারিকরা। শুক্রবার ওভাল অফিসে প্রদীপ জ্বালিয়ে দীপাবলি উদযাপনে মেতে ওঠেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেই অনুষ্ঠানেই তিনি উপহার পেয়েছেন হনুমান চালিশা।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনয় মোহন কোয়াত্রা, বিশিষ্ট শেফ বিকাশ খান্না, উদ্যোগপতি বিশাল গোন্ডাল, আইবিএমের সিইও অরবিন্দ কৃষ্ণ, এফবিআই ডিরেক্টর কাশ প্যাটেল এবং মার্কিন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অফ হেলথের ডিরেক্টর জয় ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও এবং সোশ্যাল সিকিওরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ডেপুটি কমিশনার অর্জুন মোদী।

উদযাপনের ছবি প্রকাশ করে গোন্ডাল বলেন, ‘আলোকিত হয়ে উঠেছে ওভাল অফিস। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন করতে পেরে আমি সম্মানিত। তাঁকে একটি হনুমান চালিশাও উপহার দিয়েছি। তাতে আমি গর্বিত। তুলসীদাসের লেখা ভগবান হনুমানের এই স্তোত্রটি লক্ষ লক্ষ ভারতীয় সাহস, ভক্তি ও শক্তি লাভের আশায় পাঠ করে থাকেন।’

মার্কিন প্রশাসনে দীপাবলি উদযাপনের প্রথাটি শুরু হয় ২০০৩ সালে। প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের আমলে। এর আগে অনুষ্ঠান মূলত আইজেনহাওয়ার এক্সিকিউটিভ অফিস বিল্ডিংয়ে আয়োজিত হত, যেখানে ভারতীয় এবং মার্কিনিরা উপস্থিত থাকতেন। ২০০৯ সালে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন হোয়াইট হাউসের ইস্ট রুমে শুরু করেন। করেন প্রদীপ প্রজ্বলনও।

লাদাখে ইতিহাস বায়ুসেনার



লাদাখ, ৭ নভেম্বর: চিনের ঘুম উড়িয়ে লাদাখে ইতিহাস গড়ল বায়ুসেনা। প্রায় ১৩ হাজার ৭০০ ফুট উচ্চতায় ভারতের উচ্চতম সামরিক বিমানঘাঁটি নোওমাতে অবতরণ আইএল-৭৬এমডি বিমানের। সেই ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছে বায়ুসেনা। উল্লেখ্য, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে গত বছর চালু হয় লাদাখের নোওমা বিমানঘাঁটি। সেনার সূত্রে জানা গিয়েছে, যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে এই বায়ুসেনা ঘাঁটিটি। ২০২১ সালে এই প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছিল ভারত সরকার।

শনিবার বায়ুসেনার তরফে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করা হয়। সেখানে তারা জানায়, ১৩ হাজার ৬২৯ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত নোওমা বিমানঘাঁটিতে সফলভাবে অবতরণ করেছে আইএল-৭৬এমডি যুদ্ধবিমান। এর মাধ্যমে নয়া ইতিহাস গড়েছে ভারত। একইসঙ্গে আধিকারিকদের দক্ষতা, নিখুঁত কার্মপদ্ধতি এবং পেশাদারিত্বের প্রশংসাও করেছে বায়ুসেনা। প্রসঙ্গত, আইএল-৭৬এমডি হল রাশিয়ার তৈরি চার ইঞ্জিনবিশিষ্ট একটি ভারী পরিবহন বিমান, যা মূলত সৈন্য, সরঞ্জাম এবং পণ্য পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হয়। দুর্গম ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে সেনা এবং প্রয়োজনীয় রসদ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই বিমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ময়দান

বৃষ্টির সৌজন্যে সিরিজে ২-০ লিড গিল বাহিনীর



নিজস্ব প্রতিবেদন: জয়ের জন্য লক্ষ্য ছিল মাত্র ১৩৫ রান। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং বিপর্যয়ের পর ভারতের সামনে সুযোগ ছিল অনায়াসে ম্যাচ জিতে সিরিজে ব্যবধান বাড়ানোর। কিন্তু সেই সহজ লক্ষ্যই কার্যত পাহাড় হয়ে দাঁড়াল টিম ইন্ডিয়ার সামনে। ব্যাট হাতে একের পর এক তারকার ব্যর্থতা, উইকেট হারানোর মিছিল এবং শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির বাধা। সব মিলিয়ে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতির সাক্ষী থাকল ওয়েলিংটন। শেষ পর্যন্ত ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন (ডিএলএস) পদ্ধতিতে চার রানে জয়ী ঘোষণা করা হল ভারতকে। ফলে তিন ম্যাচের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল শুভমান গিলের দল। এদিনও বৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়ায় ম্যাচের শুরুতে। নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টারও বেশি পরে খেলা শুরু হয়। ফলে দুই দলের ইনিংস কমিয়ে ৪৭ ওভার করা হয়। টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। মেঘলা আবহাওয়া এবং পিচের সুবিধা কাজে লাগিয়ে শুরু থেকেই কিউয়ি ব্যাটারদের চাপে রাখেন ভারতীয় বোলাররা। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইনআপের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা নেন কাশ্মীরি পেসার আকিব নবি। তাঁর বলের গতি খুব বেশি না হলেও সুইং ছিল মারাত্মক। বল দেরিতে বাঁক নেওয়ায় সমস্যায় পড়েন কিউয়ি ব্যাটাররা। উইল ইয়ংকে সাজঘরে ফেরানোর ক্ষেত্রেও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন তিনি। প্রথমে বাউন্স দিয়ে ব্যাটারকে অস্বস্তিতে ফেলেন। পরের বলেই সুইংয়ের ফাঁদে ফেলে উইকেট তুলে নেন।

অন্যদিকে, গুর্নুর ব্রার নিজের উচ্চতাকে কাজে লাগিয়ে পিচ থেকে বাড়তি বাউন্স আদায় করে নেন। ঘণ্টায় প্রায় ১৪০ কিলোমিটার গতির সঙ্গে তাঁর পেস সামলাতে পারেননি নিউজিল্যান্ডের ব্যাটাররা। চার উইকেট নিয়ে কিউয়ি ইনিংসের মেরুদণ্ড ভেঙে দেন তিনি। ৩০ রান দিয়ে চার উইকেট পান গুর্নুর। আকিবের সংগ্রহে ৩১ রানে দু'টি উইকেট। মাঝের দিকে ড্যারিল মিচেল কিছুটা পালটা লড়াইয়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু অক্ষর প্যাটেলের বলে ৫৫ রান করে আউট হন তিনি। মিচেল স্যান্টনার করেন ৩১ রান। বাকিরা কেউই উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেননি। ফলে মাত্র ১৩৪ রানেই শেষ হয়ে যায় নিউজিল্যান্ডের ইনিংস। এত কম রান তাড়া করতে নেমে ভারতের শুরুটাও ছিল অত্যন্ত হতাশাজনক। দ্বিতীয় ওভারেই জেকব ডাফির বলে কোনও রান না করে ফিরে যান শুভমান গিল। এরপর ক্রিজে আসেন বিরাট কোহলি। প্রথম দিকেই তাঁর ব্যাট থেকে বেরিয়ে আসে চোখধাঁধানো কভার ড্রাইভ। দেখে মনে হচ্ছিল, প্রথম ম্যাচের ছন্দ ধরে রেখেই বড় ইনিংস খেলবেন তিনি। কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলে দেন ডাফি। মাত্র সাত রান করে সাজঘরে ফেরেন কোহলি।

এরপর রোহিত শর্মাও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। একটি ক্যাচ পড়ার সুযোগ পেয়েও ইনিংস বড় করতে ব্যর্থ হন হিটম্যান। কাইল জেমিসনের বলে ১২ রান করে আউট হন তিনি। অক্ষর প্যাটেলও ম্যাথু ফিশারের শিকার হন মাত্র সাত রান করে। ফলে অল্প রান তাড়া করতে নেমেও চাপে পড়ে যায় ভারত। একদিকে উইকেট পড়তে থাকলেও অন্য প্রান্তে লড়াই চালিয়ে যান শ্রেয়স আইয়ার ও কেএল রাহুল। দু'জনের ব্যাটে কিছুটা আশার আলো দেখেছিল ভারতীয় শিবির। কিন্তু ৩০ রান করে জেমিসনের বলে আউট হন শ্রেয়স। এরপর ডাফিকে ছক্কা হাঁকিয়ে পালটা লড়াইয়ের চেষ্টা করেন রাহুল। ২৩ ওভার শেষে ভারতের রান ছিল ১০৩। জয়ের জন্য প্রয়োজন আরও ৩২ রান। তবে তখনও নাটকীয়তা বাকি ছিল। নমন ধীর ১২ রান করে ডাফির বলে আউট হন। এরপর এক রান করে জেমিসনের শিকার হন কম্বোজ। ২৬ ওভারের শেষে ভারতের স্কোর দাঁড়ায় সাত উইকেটে ১১৩। অর্থাৎ জিততে গেলে আরও ২২ রান প্রয়োজন, হাতে মাত্র তিন উইকেট। এমন পরিস্থিতিতে যে কোনও মুহূর্তে ম্যাচের রং বদলে যেতে পারত। ঠিক তখনই ফের বৃষ্টি শুরু হয় ওয়েলিংটনে। বন্ধ হয়ে যায় খেলা। মাঠে আর বল গড়ানো সম্ভব হয়নি। তবে বৃষ্টিতে খেলা থামার সময় ডিএলএস পদ্ধতিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে চার রান বেশি ছিল ভারতের। সেই হিসাবেই ভারতকে জয়ী ঘোষণা করেন আম্পায়াররা।

মাত্র ১৩৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করেও যে ভারতকে এমন কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হবে, তা হয়তো ম্যাচের আগে কেউ ভাবেননি। তবে শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির সৌজন্যে জয় এলেও ব্যাটিংয়ের এই দুর্বলতা যে ভারতীয় শিবিরের চিন্তা বাড়াবে, তা বলাই যায়। সিরিজ জয়ের পথে এক ধাপ এগোল টিম ইন্ডিয়া, কিন্তু ব্যাটিংয়ের প্রশ্নচিহ্ন থেকেই গেল।

দীপাবলির আলোতেও ইস্টবেঙ্গলে ঘন আঁধার, চেন্নাইয়ের কাছে পাঁচ গোল হজম

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার ওড়িশাকে হারিয়ে সমর্থকদের আগাম দীপাবলির উপহার দিয়েছে মোহনবাগান। সবুজ-মেরুন শিবিরে যখন উৎসবের আবহ, তখন শনিবার চেন্নাইয়ের মেরিনা এরিনায় গোলের বন্যায় ভেসে ছারখার ইস্টবেঙ্গল। এক-দু'টি নয়, পাঁচ-পাঁচটি গোল হজম করল লাল-হলুদ। চেন্নাইয়িন এফসির কাছে ৩-৫ গোলে হেরে মাঠ ছাড়তে হল হাবাসের ছাত্রদের। প্রথম দু'টি ম্যাচ জিতে যে দল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মরশুম শুরু করেছিল, তাদের রক্ষণের এমন বেহাল দশা স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন তুলে দিল। বিশেষ করে দলের কোচ হাবাসের চিন্তা বাড়াল রক্ষণাত্মক দুর্বলতা। ম্যাচের শুরু থেকেই ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণে ফাঁকফোকর খুঁজে পেয়েছিল চেন্নাইয়িন। খেলা শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রথম ধাক্কা। মাদিহ তালালের পাস ধরে বক্সে ঢুকে ইরফান ইয়াদওয়াদ বল বাড়ান বাঁ দিকে অরক্ষিত ব্রাইসন ফের্নান্দেসকে। লালচুংনুঙ্গার মার্কিংয়ের ভুলের সুযোগ নিয়ে অনায়াসে বল জালে পাঠান ব্রাইসন। ১৭ মিনিটে আবার গোল। তালালের পাস ধরে ডান দিকে ঢুকে বাঁকানো শটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ব্রাইসন। প্রভসুখন গিলের কিছুই করার ছিল না। ২-০ পিছিয়ে পড়ে অবশ্য ২৯ মিনিটে ব্যবধান কমায় ইস্টবেঙ্গল। চেন্নাইয়ের রক্ষণ থেকে বল কেড়ে নিয়ে বক্সে থাকা আকে লোবাকে পাস দেন দানি রামিরেজ। ঘুরে দাঁড়িয়ে নিখুঁত শটে গোল করেন লোবা। কিন্তু সেই গোলেও রক্ষণাত্মক সমস্যার সমাধান হয়নি। ৪১ মিনিটে বক্সের মধ্যে ব্রাইসনকে ফাউল করেন জিকসন সিংহ। পেনাল্টি থেকে গোল করে চেন্নাইয়িনকে ৩-১ এগিয়ে দেন রামন আন্দ্রাদ। বিরতির পরে পিভি বিষ্ণু ও বিপিন সিংহকে তুলে এডমুন্ড লালরিনডিকা এবং রোহিত দানুকে নামান হাবাস। ৫৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্যবধান ২-৩ করেন রামিরেজ। চেন্নাইয়িনের মহম্মদ সাহিফের হাতে বল লাগায় পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু তার পরেও ঘুরে দাঁড়ানোর বদলে আরও বিপর্যয় নেমে আসে। ৫৮ মিনিটে রিয়াতার শট ইরফান ইয়াদওয়াদের গায়ে লেগে জালে ঢুকে যায়। অফসাইডের দাবি তুলেও লাভ হয়নি ইস্টবেঙ্গলের। ৪-২ করে চেন্নাইয়িন। এর পর লোবা ও লালচুংনুঙ্গাকে তুলে ডেভিড লালানসাঙ্গা এবং হার্দিক ভাটকে নামান হাবাস। কিন্তু তাতেও রক্ষা হয়নি। প্রতি আক্রমণে রামন আন্দ্রাদের রক্ষণচেরা পাস ধরে নিজের দ্বিতীয় গোল করে ইরফান। জয় নিশ্চিত করে চেন্নাইয়িন। পাঁচ গোল হজমের দায় শুধু আনোয়ার আলির অনুপস্থিতির উপর চাপানো যাবে না। তাঁর চোটের কারণে সেন্টার ব্যাক হিসাবে সুযোগ পাওয়া সন্দীপ মান্ডি প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। লালচুংনুঙ্গার বারবার পজিশন হারানো, প্রতিপক্ষকে মার্ক করতে ব্যর্থ হওয়া এবং বিপজ্জনক ক্লিয়ারেন্সে ভুল;সব মিলিয়ে রক্ষণ কার্যত তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। গোল করার সুযোগ নষ্ট করার পুরনো সমস্যার সঙ্গে এ দিন যোগ হল রক্ষণের চূড়ান্ত ব্যর্থতা।

এশিয়ার শেষ আটে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরুষদের হতাশা মুছে এশীয় ফুটবলের মঞ্চে নতুন ইতিহাস লিখল ইস্টবেঙ্গল। জয়ের জন্য মাঠে নেমে শেষ পর্যন্ত হারতে হয়েছে। কিন্তু সেই হারও কেড়ে নিতে পারেনি লাল-হলুদ মেয়েদের স্বপ্ন। উত্তর কোরিয়ার প্রবল শক্তিশালী ৪.২৫ এসসির কাছে ০-২ গোলে পরাস্ত হয়েও এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল ইস্টবেঙ্গল। ভারতীয় ক্লাব ফুটবলে মেয়েদের এই সাফল্য নজিরবিহীন। প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে এশিয়ার সেরা আটে জায়গা করে নিল মশাল গার্লসরা। শনিবার কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে ম্যাচটা ছিল কার্যত অগ্নিপরীক্ষা। এর আগে দক্ষিণ কোরিয়ার হোয়াচিয়ন কেএসপিও ডব্লুএফসির কাছে ১-৪ গোলে হেরে প্রবল চাপে পড়ে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। ফলে পরের পর্বে যাওয়ার আশা বাঁচিয়ে রাখতে ৪.২৫ এসসির বিরুদ্ধে জয় অথবা ড্র প্রয়োজন ছিল। তবে হারলেও গোলের ব্যবধান বড় হতে দেওয়া চলবে না।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ব্লু লাইনে কিমি ৭/১৪ থেকে কিমি ১৬/১৮ (সেন্ট্রাল থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার মেট্রো স্টেশন)-এর মধ্যে টিএসএস/আরএসএস বিল্ডিং, কুলিং টাওয়ার ফাউন্ডেশনের রিহ্যাবিলিটেশন/মেরামতি/প্রতিস্থাপন এবং অন্যান্য বিবিধ কাজ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২,৩০,২৯,৭৫১.৭২ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৪,৬০,৬০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৯৯ (নয়) মাস। **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০১.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জন/সংশোধন থাকে, তবে তা কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৫৭৩-২০২৬-রিকল (ওপেন)
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

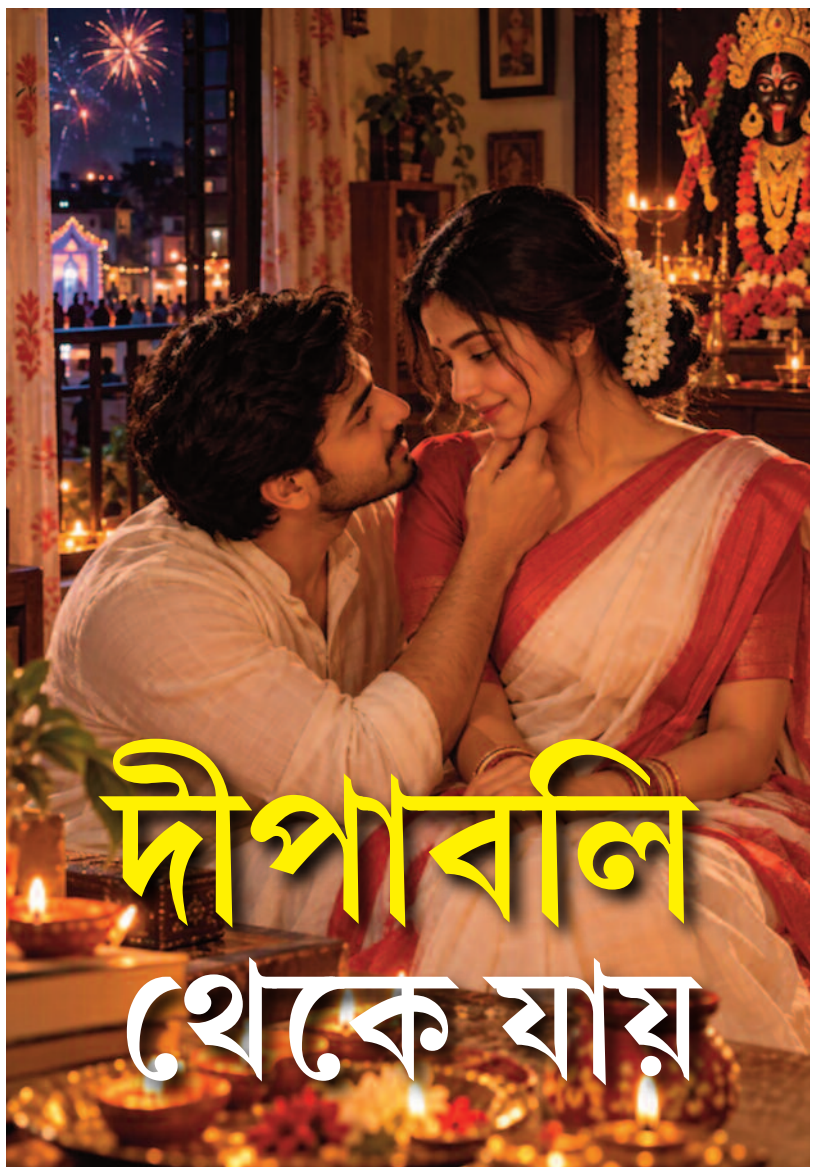
Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**



একদিন
নবপত্রিকা





দীপাবলি থেকে যায়

শুভজিৎ বসাক

বাইরে তখন দীপাবলির আতশবাজির রোশনাইয়ে রাতের আকাশ চিরে নিখাদ কৃত্রিম তারার মেলা বসেছে। সুদূর কোনো এক কালীপুজোর মণ্ডপ থেকে ভেসে আসছে খোল-করতাল আর ঢাকের বোলের উন্মাদনা, আর তার সঙ্গে মিশে রয়েছে দূরদূরান্তের মাইকিংয়ের চেনা কোলাহল। কিন্তু এই সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে ঘরের নিঝুম অন্দরমহলে এক অদ্ভুত নীরবতা। লাল পাড় সাদা শাড়িতে নৈঋতাকে আজ প্রথম যখন সৈকত দেখল, তখন তার বুক চিরে বেরিয়ে এল এক দীর্ঘশ্বাস; এই সহজ-সরল রূপের মাঝেই তো লুকিয়ে রয়েছে সেই পুরোনো মায়াবী টান, যা দিনকয়েক আগের সমস্ত দাম্পত্যের ঝড়ঝাপটা আর দূরত্বকে নিমেষে ফুঁড়ে দিয়েছে।

বিয়ের পিঁড়িতে বসে নৈঋতার বাবা-মা যখন হাত বাড়িয়ে সৈকতের মুঠোয় মেয়েটাকে সঁপে দিয়ে ফিসফিস করে বলেছিলেন; 'মেয়েটার রাগ একটু বেশি বাবা, একটু মানিয়ে নিও'; তখন সৈকত ভেবেছিল এ হয়তো সাময়িক জেদ বা মামুলি কোনো খামখেয়ালিপনা। কিন্তু আধুনিক সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়ায় চারপাশে পরকীয়া আর সস্তা ভার্চুয়াল আকর্ষণের যে মোহময় হাহাকার, তা আজকালকার সংবেদনশীল মেয়েদের অবচেতন মনে একটা অদৃশ্য ভয় বুনে দেয়। আজকালকার মেয়েদের এই সামান্যতেই চটে যাওয়ার প্রবণতা নিয়ে সমাজ যতই সমালোচনা করুক না কেন, সৈকত এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার মতো করে বুঝতে পেরেছে যে এই রাগ কোনো সাধারণ স্বভাবসুলভ জেদ নয়; এর নেপথ্যে রয়েছে এক তীব্র আত্মরক্ষামূলক ভীতি।

সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে নারীসুলভ নিরাপত্তাহীনতা এমন এক জায়গায় এসে ঠেকেছে যেখানে মেয়েরাই কখনও কখনও পরোক্ষভাবে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। নৈঋতাদের মনেও তাই অজান্তেই এই সংশয় উঁকি দেয়; হঠাৎ যদি তাদের মনের মানুষটিও কোনো অগভীর মোহের নেশায় পড়ে তার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে? আর এই গভীর ভয় থেকেই সম্পর্কের রাশ টানার এক মরিয়া চেষ্টা হিসেবে জন্ম নেয় এই রাগী রূপের অবতারণা।

মনস্তত্ত্বের এই সমীকরণটা পুরোপুরি অনুধাবন করার পর থেকেই সৈকত আর তর্কে জড়ায় না। নৈঋতা যতই ছেলেমানুষের মতো জেদ ধরে বা ঝগড়া করতে আসে, সৈকত চুপচাপ থাকে, দূরত্ব বজায় রাখে। কিন্তু আজ কালীপুজো, আর নৈঋতাকে এই স্নিগ্ধ সাজে দেখে সমস্ত ক্ষোভ নিমেষে কর্পূরের মতো উড়ে গেছে।

'এভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছ কেন? চোখে কি কোনো নতুন অপরাধ ধরে ফেললে?' নৈঋতা মৃদু হাসল, যদিও তার চাউনিতে ছিল সেই পুরোনো অভিমানের নরম প্রলেপ।

'অপরাধ তো নয়, বরং একটা দীর্ঘ রহস্য ভেদ করলাম।' মাটির প্রদীপের সরাগুলোয় পলতে গুঁজে মোমের নরম আলোয় নৈঋতার আরও একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে আলতো করে তার হাত দুটো নিজের মুঠোয় তুলে নিল সৈকত। 'জানো নৈঋতা, আমাদের এই ছোটোখাটো ভুল বোঝাবুঝিগুলো তো ওই ক্ষণস্থায়ী বাজির আলোর মতো, মুহূর্তেই ফুরিয়ে যায়; কিন্তু তোমার এই স্নিগ্ধ সাজে লুকিয়ে থাকা ভালোবাসাটা ওই দীপাবলির চিরন্তন আলোর মতো আমাদের হৃদয়ে পাকাপাকিভাবে থেকে যায়।'

নৈঋতা শুধুই চুপ করে থাকে। কিছুটা নীরবতার পর সৈকত নিজের ভাবনাগুলোকে মনের মধ্যে রেখেই জিজ্ঞাসা করল, 'এত ঝগড়া সময়ে অসময়ে করে কী পাও, শুধুই অশান্তি ছাড়া?'

নৈঋতা উত্তরে জানাল, 'কেন করি বোঝো না? শুধুমাত্র তোমার একটু অ্যাটেনশন পাওয়ার জন্য। সারাদিন নিজের কাজের বাইরের জগতেও ব্যক্তিগত জীবনের অংশীদারিতে যে আমি আছি ভুলে যাও, সেটা মনের মাঝে থেকে থেকে ওইভাবে বেরিয়ে আসে, যা আমাকেও অশান্তিতে রাখে, ভাবায় যে কেন ওরকম আচরণ করলাম; আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম!'

সৈকতের নিজের ভাবনার সাথে নৈঋতার ভাবনা কোথাও মিলে যায়; ছেড়ে যাওয়ার বা দূরত্ব বাড়ানোর একটা সম্ভাবনা থেকেই এমন পরিস্থিতি আজকের প্রতিটা ঘরে যেন সাধারণ বিষয়ের মতো জায়গা করে নিয়েছে। কথা শোনার পরে ভাবনার সন্ধিক্ষণে শুধুই মলিন হাসি উজার হয় সৈকতের ঠোঁটে।

নৈঋতা এবারে আনত চোখে প্রদীপের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলে উঠল, 'কিন্তু এই সাজ কি শুধুই আজকের এই উৎসবের আলোয় ম্লান হয়ে যাওয়ার জন্য?'

সৈকত তার চিবুক ছুঁয়ে নরম গলায় বলল, 'উৎসব তো একদিন ফুরোবে, কিন্তু যার মূলে রয়েছে শেকড়ের টান, তার কোনোদিন ক্ষয় নেই।'

এ যেন জীবনের এক না বলা ছোটো উপন্যাসের পাতা, যার নিখুঁত ভাষা খুঁজে পেতে সৈকতের এতদিন ধরে কত না অপেক্ষা করতে হয়েছে। পৃথিবী যখন ঘোর নিশির কবলে, ঠিক তখনই যেন সেই উপরম পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটল।

ঘরের এককোণে রাখা পোড়ামাটির প্রদীপের সরাটার দিকে বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল নৈঋতা। মাটির ওই ছোট্ট প্রদীপের সরাটি যেমন তেলের অভাবে কিংবা সামান্য ঝড়েও নিভে যেতে চায়, ঠিক তেমনি তাদের এই ভঙ্গুর সম্পর্কও কি প্রতি পদক্ষেপে হুমকির মুখে পড়ে? সরাটার সিক্ত আলোর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল সে;

'সবকিছুর শেষেই কি তবে এভাবেই ফিরে আসতে হয়?'

'ফিরে তো আসতেই হয়,' সৈকতের কণ্ঠে ছিল পরম আস্থার আশ্বাস, 'কারণ রাগ কেবল ওপরের একটা সাময়িক আস্তরণ মাত্র, আসল জায়গায় ভালোবাসার শিকড়টা বড্ড গভীর, যা কোনোদিন উপড়ে ফেলা যায় না। ঠিক যেমন এই মাটির প্রদীপের সরাটার তেল ফুরালেও সরাটা থেকেই যায়, তেমনই আমাদের সব ক্ষোভের অন্তরে আসল টানটা চিরকাল বেঁচে থাকে।'

'আর যদি তেল ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়ে প্রদীপটাই নিভে যায়?' নৈঋতার কণ্ঠে জমে থাকা সুপ্ত সংশয় ঝরে পড়ল।

'তাহলে আমরা দুজনে মিলে আবার নতুন করে আগুন জ্বালাব,' সৈকতের চাউনিতে তখন এক নতুন বিশ্বাসের দীপ্তি, 'ভালোবাসা তো কেবল তেলের ওপর নির্ভর করে না নৈঋতা, তা নির্ভর করে বিশ্বাসের ওপর।'

নৈঋতাকে কাছে টেনে জড়িয়ে ধরে আর কোনো বাক্যবিনিময় করল না সৈকত; শুধু চোখের ভাষায় সেই অপূর্ণ উপনামের বাকি অধ্যায়টুকু লিখে নেওয়ার আবদার রাখল। সৈকতের মুখে এমন অপ্রত্যাশিত আবদার শুনে নৈঋতা লজ্জায় রাঙা হয়ে মাথা নিচু করে ফেলল। মনে হলো, তার সেই লাজুক হাসির আলোয় বুঝি আকাশের চাঁদও লজ্জা পেয়ে নিশির আড়ালে লুকিয়ে পড়ল; তবে সেই লজ্জা কেটে গেলেই তো আবার ভুবনজোড়া জ্যোৎস্না ঝলমল করে উঠবে।

বাইরে তখন দেদার বাজি ফাটছে, পোড়া বারুদের গন্ধে চারপাশ ভারী হয়ে আছে। দূরে কোথাও কালীপুজোর মণ্ডপ থেকে ভেসে আসছে ঢাকের বাদ্যি আর মাইকিংয়ের চেনা আওয়াজ। আর ঘরের ভেতরে নৈঋতার এই স্নিগ্ধ সাজ যেন সেই উপন্যাসের একেকটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পংক্তির বিন্যাস ঘটিয়ে চলেছে।অভিমান আর ভালোবাসার এমন অপূর্ব সংমিশ্রণে জীবনের বহুদিনের না বলা কথাগুলো আজ বাস্তবতার সাথে মিলে একাকার হয়ে গেছে। আকাশে ফস্কা ফাটা বাজিগুলো কৃত্রিম তারার মতো জ্বলে নিমেষেই মিলিয়ে যাচ্ছে, আর চারপাশের অন্ধকার বাধ্য হচ্ছে কৃত্রিম আলোর আড়ালে মাথা নোয়াতে। নৈঋতার এই ভুবনমোহিনী সাজ যেন সেই জয়েরই এক জীবন্ত দলিল।

সারাদিনের এই সমস্ত উপলব্ধি আর ভালোলাগাগুলোকে একাসনে বসিয়ে সৈকত মনে মনে ঠিক করে নিল, ভবিষ্যতে যতই মনোমালিন্য বা ভুল বোঝাবুঝি আসুক না কেন, আজকের এই দীপাবলির রাতটাকে তারা চিরকালের মতো হৃদয়ে ধারণ করে রাখবে।

যেমন স্বয়ং মহাদেবকে দেখে রুদ্ররূপিণী কালী নিজের জিভ কেটে ফেলেছিলেন এবং স্বামীর ভালোবাসার গভীরে সেই রাগ নিমেষে প্রশমিত হয়েছিল, সম্পর্কের টানাপোড়েনগুলোও ঠিক তেমনি।

রাগ কেবল ওপরের একটা সাময়িক আস্তরণ মাত্র, আসল জায়গায় ভালোবাসার শিকড়টা বড্ড গভীর, যা কোনোদিন হারিয়ে যায় না।

এক স্বপ্ন, এক কন্যা, এক দেবী

১১৫ বছরের মহান ঐতিহ্যে পূজিত সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা



কল্যাণ সেনগুপ্ত

বর্ধমান শহরের কোটালহাটে আজও নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে পূজিত হয়ে আসছেন সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা। প্রায় ১১৫ বছর আগে এক নিঃসন্তান দম্পতির সন্তান কামনার আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নাদেশ এবং পরবর্তীকালে কন্যাসন্তান লাভের এক অলৌকিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে যে পারিবারিক পুজোর সূচনা হয়েছিল, আজ তা পরিণত হয়েছে এক দীর্ঘস্থায়ী ধর্মীয় ঐতিহ্যে। এই পুজোর ইতিহাসে মিশে রয়েছে এক পরিবারের আবেগ, বিশ্বাস, উত্তরাধিকার এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বহমান ভক্তি।

এই পুজোর কাহিনি শুরু হয় বাঁকুড়ার আখ্যাত পলাশী গ্রামে। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, প্রায় ১১৫ বছর আগে পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী রাধারাণী বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্তান অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন। সন্তান কামনায় পূর্ণচন্দ্রবাবু একদিন স্বপ্নাদেশ পান। সেই স্বপ্নাদেশকে ঈশ্বরের নির্দেশ বলে মনে করে তিনি শুরু করেন মা কালীর আরাধনা। পুজোর সূচনায় ছিল না কোনও জাঁকজমক বা আড়ম্বর। ছিল একান্ত বিশ্বাস, ভক্তি এবং সন্তান লাভের আকুল প্রার্থনা।

পরিবারের বিশ্বাস, পুজো শুরুর পর তাঁদের ঘরে জন্ম হয় এক কন্যাসন্তানের। তাঁর নাম রাখা হয় 'সিদ্ধেশ্বরী'। আর সেই কন্যার নাম অনুসারেই দেবীর নামকরণ করা হয় 'সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা'। বাংলার পারিবারিক কালীপুজোর ইতিহাসে এই নামকরণের কাহিনি নিঃসন্দেহে এক বিশেষ আবেগময় অধ্যায়। একদিকে কন্যাসন্তান লাভের আনন্দ, অন্যদিকে দেবীর প্রতি কৃতজ্ঞতা;এই দুই অনুভূতির মেলবন্ধনেই প্রতিষ্ঠা পায় সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার আরাধনা।

পরবর্তীকালে পূর্ণচন্দ্রবাবুর পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় রামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে মাত্র ৯ মাসের এক কন্যাসন্তানকে রেখে অল্প বয়সেই রামশঙ্করবাবুর মৃত্যু হয়। তাঁর প্রয়াণের নয় বছর পর পরিবারের আরও এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের জীবনাবসান ঘটে। দেবীর নামের সঙ্গে যাঁর জীবন ও পরিচয় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে, সেই সিদ্ধেশ্বরীর বিবাহ হয় বাঁকুড়ার চারিগ্রামে। ৭৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তবে তাঁর নাম আজও বেঁচে রয়েছে পরিবারের আরাধ্য দেবীর পরিচয়ে।

পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর পুজোর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তাঁর পুত্রবধূ অন্নপূর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সময়েই পুজোর রীতিতে আসে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। বন্ধ হয়ে যায় পশুবলি প্রথা। তার পরিবর্তে চালু হয় মণ্ডাবলি। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সেই রীতি আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই বিকল্প রীতিতেই দেবীর আরাধনা করা হয়।

পরবর্তীকালে উত্তরাধিকার সূত্রে পুজোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন পরিবারের নাতনী দুর্গা মুখোপাধ্যায় এবং নাতজামাই লক্ষ্মী নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। ২০১৬ সালে লক্ষ্মী নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পর তাঁর দুই পুত্র ও এক কন্যা পারিবারিক ঐতিহ্য ও নিষ্ঠাকে সঙ্গী করে পুজোর দায়িত্বভার সামলে চলেছেন।

২০০৫ সাল থেকে বর্ধমান শহরের কোটালহাটে এই পুজোর আয়োজন হয়ে আসছে। স্থান পরিবর্তন হলেও বদলায়নি আরাধনার মূল ভাবনা কিংবা পারিবারিক বিশ্বাস। বর্তমানে কোটালহাটে সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার পুজোকে কেন্দ্র করে সারা বছরই নিয়মিত সেবার ব্যবস্থা রয়েছে। শুধু পরিবারের সদস্যরাই নন, দেবীর মাহাত্ম্যের কথা শুনে বহু ভক্ত ও সাধারণ মানুষও এখানে এসে পুজো ও প্রার্থনায় অংশ নেন। ভক্তদের বিশ্বাস, মায়ের কাছে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

এক পারিবারিক বিশ্বাস, আজ এক বৃহত্তর ভক্তির বন্ধন

বাংলায় অসংখ্য প্রাচীন কালীপুজো থাকলেও সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার আরাধনার ইতিহাসে রয়েছে কয়েকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। প্রথমত, স্বপ্নাদেশকে কেন্দ্র করে এই পুজোর সূচনা। দ্বিতীয়ত, পরিবারের কন্যাসন্তান সিদ্ধেশ্বরীর নামেই দেবীর নামকরণ। তৃতীয়ত, বহু বছর আগেই পশুবলি বন্ধ করে মণ্ডাবলির মতো বিকল্প রীতির প্রচলন। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই পুজোটিকে দিয়েছে এক বিশেষ পরিচিতি। বাঁকুড়ার আখ্যাত পলাশী গ্রামের এক নিভৃত পারিবারিক প্রার্থনা থেকে শুরু হয়েছিল যে আরাধনা, সময়ের প্রবাহে তা আজ বর্ধমানের কোটালহাটে এক পরিচিত ধর্মীয় ঐতিহ্য। প্রজন্ম বদলেছে, মানুষ বদলেছেন, পুজোর ঠিকানাও বদলেছে;কিন্তু বদলায়নি ভক্তি ও বিশ্বাসের ধারাবাহিকতা।

একটি স্বপ্ন থেকে জন্ম নেওয়া এই পুজো আজ ১১৫ বছরের ইতিহাসের সাক্ষী। এক কন্যার নাম ধারণ করে দেবী হয়ে উঠেছেন অসংখ্য ভক্তের আরাধ্যা। সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার এই ইতিহাস তাই শুধু একটি পুজোর ইতিহাস নয়, বরং এক পরিবারের বিশ্বাস, ভালোবাসা ও উত্তরাধিকারের এক অনন্য দলিল।

দীপের আলোয় আলোকিত হোক সমাজ, আওয়াজে নয়

মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায়

কালিপুজোয় বাজি পোড়ানোর ঐতিহ্য, কিন্তু শব্দবাজি কেন নয়? আনন্দের উৎসব হোক, আতঙ্কের নয়;আলোর উদ্‌যাপনে শব্দদূষণের অন্ধকার কেন? বাংলার বারো মাসে তেরো পার্বণ। আর সেই উৎসবের তালিকায় কালীপুজোর গুরুত্ব ও আবেগ বরাবরই একটু আলাদা। শ্যামাপুজোর রাতে অন্ধকার আকাশ আলোকমালায় সেজে ওঠে। ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলে, মন্দিরে মন্দিরে দেবী কালীর আরাধনা হয়, প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে মানুষের ঢল নামে। এই উৎসবের সঙ্গে বহু বছর ধরে জড়িয়ে রয়েছে আতশবাজি পোড়ানোর রীতি। ছোটদের আনন্দ, বড়দের উৎসাহ, আকাশে রঙিন আলোর খেলা;সব মিলিয়ে কালীপুজোর রাতে বাজি পোড়ানো অনেকের কাছে এক পরিচিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভ্যাস। কিন্তু প্রশ্ন হল, ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে কি সব ধরনের বাজি পোড়ানো সমর্থনযোগ্য? বিশেষ করে শব্দবাজির তীব্র আওয়াজে যখন অসংখ্য মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, তখন সেই অভ্যাসকে উৎসবের আনন্দ বলে মেনে নেওয়া যায় কি?

প্রথমেই বুঝতে হবে, বাজি পোড়ানো এবং শব্দবাজি পোড়ানো এক বিষয় নয়। আতশবাজির মূল আকর্ষণ তার আলো, রং এবং নান্দনিকতা। আকাশে রঙিন ফুলঝুরি, চরকি, রংমশাল কিংবা অন্যান্য আলোকসজ্জার মাধ্যমে উৎসবের আনন্দ প্রকাশ করা যায়। এর সঙ্গে অতিরিক্ত শব্দের কোনও প্রয়োজন নেই। অথচ এক শ্রেণির মানুষের কাছে উৎসবের আনন্দ যেন শব্দের তীব্রতার সঙ্গে সমানুপাতিক। যত বেশি আওয়াজ, তত বেশি আনন্দ;এই অদ্ভুত মানসিকতা থেকেই শব্দবাজির বিপজ্জনক প্রবণতা তৈরি হয়েছে। অথচ কয়েক সেকেন্ডের বিকট আওয়াজ অন্য কারও কাছে ভয়, যন্ত্রণা কিংবা শারীরিক বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

শব্দদূষণের সবচেয়ে বড় শিকার শিশু, প্রবীণ এবং অসুস্থ মানুষ। বিশেষ করে হৃদ্‌রোগী, উচ্চ রক্তচাপের রোগী এবং স্নায়বিক সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে হঠাৎ বিকট শব্দ অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। অনেক প্রবীণ মানুষ আছেন, যাঁদের পক্ষে সামান্য শব্দও সহ্য করা কঠিন। শিশুদের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত শব্দ আতঙ্ক, ঘুমের ব্যাঘাত এবং মানসিক অস্থিরতা তৈরি করতে পারে। হাসপাতালের রোগীদের কথা একবার ভাবুন। যখন কোনও রোগী চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিশ্রাম নিচ্ছেন, তখন হাসপাতালের আশপাশে শব্দবাজির বিস্ফোরণ তাঁর কাছে উৎসবের আনন্দ নয়, বরং অসহনীয় যন্ত্রণা।

মানুষের পাশাপাশি পশুপাখিদের উপরেও শব্দবাজির ভয়াবহ প্রভাব পড়ে। কুকুর, বিড়ালসহ গৃহপালিত প্রাণীরা হঠাৎ বিকট শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অনেক সময় তারা পালিয়ে যায়, দুর্ঘটনার শিকার হয় কিংবা দীর্ঘক্ষণ ভয়ের মধ্যে থাকে। পাখিরাও অস্বাভাবিক শব্দে দিশাহারা হয়ে পড়ে। মানুষের কয়েক মুহূর্তের আনন্দের জন্য অন্য প্রাণীদের এই অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেওয়া কতটা মানবিক, সেই প্রশ্নও আমাদের নিজেদের করা উচিত।

শব্দবাজির আর একটি বড় বিপদ হল পরিবেশদূষণ। বাজি পোড়ানোর ফলে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে ধোঁয়া, সূক্ষ্ম ধূলিকণা এবং বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ। এর ফলে বায়ুর গুণমান খারাপ হয়। যাঁদের হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট কিংবা ফুসফুসের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের সমস্যা আরও বেড়ে যেতে পারে। শব্দদূষণ ও বায়ুদূষণ;দুইয়ের সম্মিলিত প্রভাব উৎসবের পরেও পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উপর দীর্ঘস্থায়ী চাপ তৈরি করতে পারে। শহরাঞ্চলে যেখানে এমনিতেই যানবাহন, নির্মাণকাজ এবং অন্যান্য কারণে দূষণের মাত্রা বেশি, সেখানে উৎসবের নামে অতিরিক্ত দূষণ তৈরি করা কোনওভাবেই কাম্য নয়। এখানে আইন ও প্রশাসনের দায়িত্বের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে সুপ্রিম কোর্ট এবং বিভিন্ন আদালত বাজি পোড়ানোর ক্ষেত্রে একাধিক নির্দেশ দিয়েছে। নির্দিষ্ট শব্দসীমা, অনুমোদিত বাজি এবং নির্ধারিত সময়ের বিধিনিষেধ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও পরিবেশবান্ধব ও অনুমোদিত বাজি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শুধু আইন তৈরি করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। সেই আইন কার্যকর করার জন্য প্রশাসনের নজরদারি যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন সাধারণ মানুষের সচেতনতা। নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রি বন্ধ করা, বেআইনি বাজি তৈরির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং নির্ধারিত সময়ের বাইরে বাজি পোড়ানো বন্ধ করতে প্রশাসনকে আরও সক্রিয় হতে হবে।

তবে এই সমস্যার সমাধান কেবল প্রশাসনের হাতে ছেড়ে দিলে চলবে না। সমাজের প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব রয়েছে। বিশেষ করে অভিভাবকদের উচিত শিশুদের ছোটবেলা থেকেই বোঝানো যে, অন্যকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাওয়া কোনও সুস্থ মানসিকতার পরিচয় নয়। পাড়ার ক্লাব, পুজো কমিটি এবং সামাজিক সংগঠনগুলিও এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। পুজোর মণ্ডপে সচেতনতামূলক প্রচার, আলোর উৎসব, প্রদীপ প্রজ্বালন এবং পরিবেশবান্ধব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে আনন্দের বিকল্প পথ তৈরি করা সম্ভব। কালীপুজোর সঙ্গে বাজি পোড়ানোর যে দীর্ঘদিনের সামাজিক অভ্যাস রয়েছে, তাকে অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রুচি, দায়িত্ববোধ এবং জীবনযাপনের ধরনেও পরিবর্তন আসা প্রয়োজন। একসময় অনেক কিছুই সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল, যা আজ পরিবেশ ও মানবিকতার বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। ঐতিহ্য মানে অন্ধভাবে পুরনো অভ্যাস আঁকড়ে থাকা নয়। বরং ঐতিহ্যের ভালো দিকগুলিকে বাঁচিয়ে রেখে ক্ষতিকর দিকগুলি পরিত্যাগ করাই প্রকৃত সংস্কৃতির পরিচয়। বাজি পোড়ানোর ঐতিহ্য থাকলেও শব্দবাজির বিকট আওয়াজকে ঐতিহ্যের অজুহাতে সমর্থন করার কোনও যুক্তি নেই। আলোর উৎসব আলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক। আকাশ রঙিন হোক, মানুষের জীবন আতঙ্কিত না হোক।

